International Conference and 14th General Meeting-2022

LAB4IR

আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪ তম সাধারণ সভা-২০২২

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
স্থাপিত-১৯৫৬
READ
ESTD-1956

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

Pridesys IT
Different Innovation and Excellence

ISO 27001 Certified

ISO 9001:2015 Certified

8 YEARS OF INNOVATION

PridesysERP©

- PrideBook — Cloud ERP
- PrideBiz — Trading ERP
- PrideTex — RMG ERP
- PrideGov — Governance ERP
- PrideHealth — Hospital ERP
- PrideEDU — Education ERP
- PrideTELCO — Telco ERP
- PridePlan — AI- Based Production Planning
- PrideCut — AI- Based Fabric Planning Solution
- PrideVision — AI - Based Video Intelligent System
- PrideStudio — Make your own Dashboard
- PrideVAT — NBR Enlisted VAT Software
- PrideCRM — AI Based Sales Monitoring System
- PridePOS — Easy Sale
- PrideSupport — 24/7 Support System
- PrideHR — Professional HR System
- PrideBooking — Booking your Dream
- PrideHotel — Hotel Management Solution

Our Services

- Cyber Security
- Cloud Apps, Microservices & API
- Industrial Engineering
- Automation & AI
- Conversational Experiences
- Cognitive Business Operations
- Enterprise Applications
- Cloud Infrastructure
- Internet of Things (IoT)
- Analytics and Insights
- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Consulting
- Quality Engineering
- Blockchain
- Cloud Computing
- Machine Learning
- Big Data

CONTACT US

Corporate Office: Level -6, 20/21 Garden Road, Kawran Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh
Development Center: Level-11, Software Technology Park, Janata Tower, 49 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh

+88 02 4481 0030-1
+880 1550 0000 03-8

www.pridesys.com
info@pridesys.com

International Conference and 14th General Meeting-2022

LAB4IR

4IR (4th Industrial Revolution/৪র্থ শিল্প বিপ্লব) হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস (IOT), 3D প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং আরও অনেক কিছু অগ্রগতির সংমিশ্রণ।

আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভা-২০২২

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটশন, বাংলাদেশ
১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, সকাল ৯টা

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
ল্যাব-ইলিস ভবন
৯৯/২, শ্যামলী হাউজিং (২য় প্রকল্প)
আদাবর-মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৭১৩০২০২৬৬, ০১৭১৬১৫১৫৩৫, ০১৯১২১০৩৯৬৬, ০১৭১১০০৭১৬০
e-mail: mizan_alif68@yahoo.com, mhamidurrahman72@gmail.com
www.lab.org.bd

LAB4IR

ল্যাব কার্যনির্বহী পরিষদ (২০২১-২০২৩)-এর
আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভা-২০২২

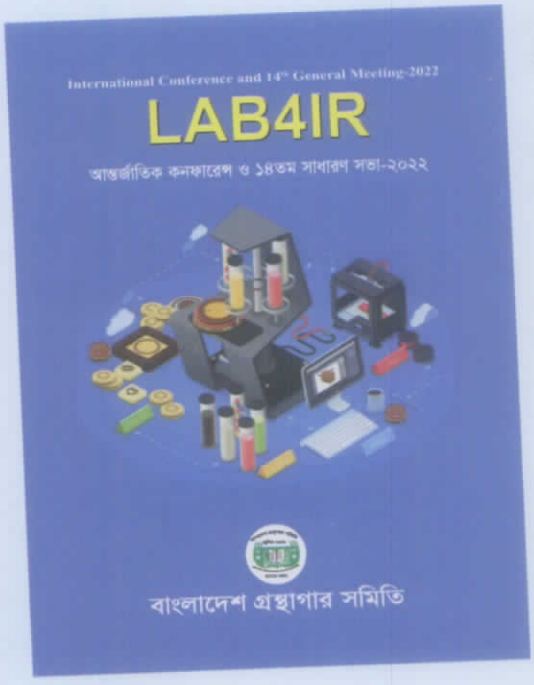

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২২
ফাল্গুন ১৪২৮

গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়
প্রফেসর ড. মো. নাসির উদ্দীন (মিতুল)
ড. এম. মিজানুর রহমান
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান তুষার
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া
কাজী এমদাদ হোসেন
মো. নোমান হোসেন
মো. আনিসুর রহমান

প্রকাশনায়
প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
ল্যাব-ইলিস ভবন
৯৯/২, শ্যামলী হাউজিং (২য় প্রকল্প)
আদাবর-মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
কাজী এমদাদ হোসেন

গ্রাফিক্স
রাতুল আনোয়ার, কাজী আতিকুজ্জামান

মুদ্রণ
বর্ষা প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১১৫৪৪০১১

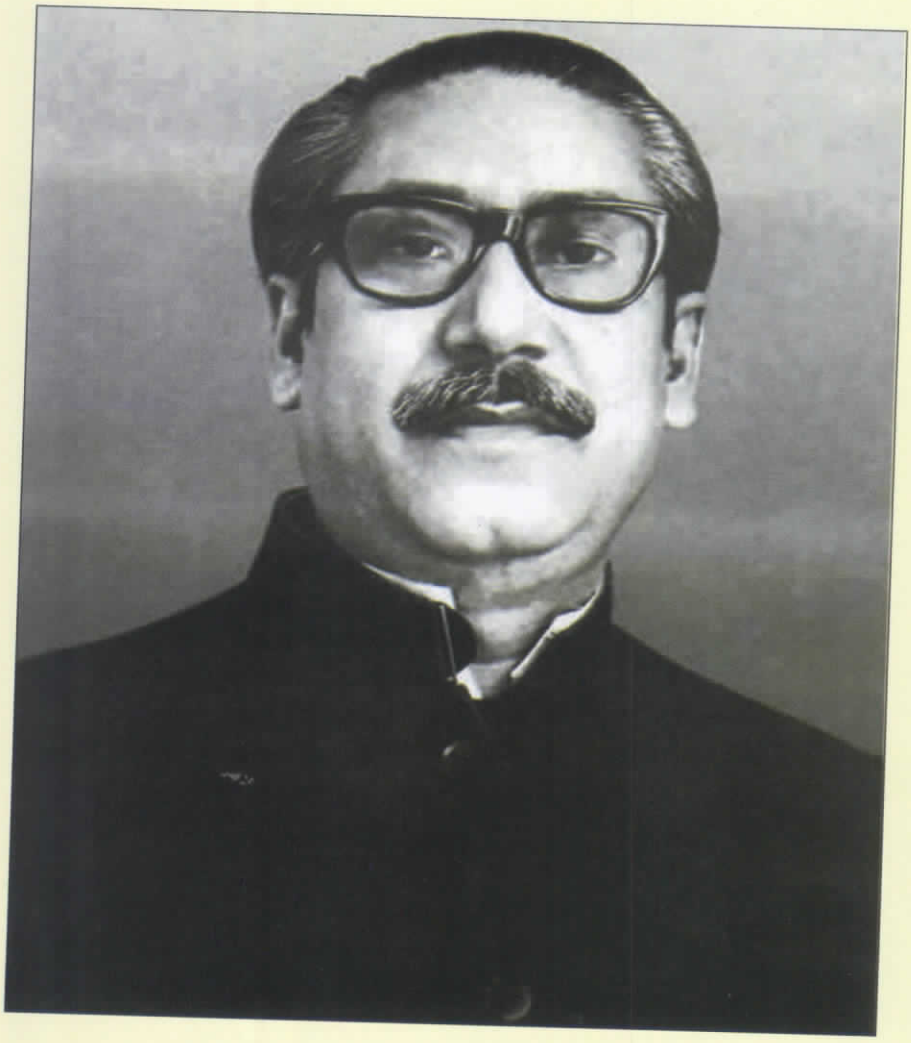

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ
পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা বোনেরা
কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ
যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়।"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৮ মাঘ ১৪২৮
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক' ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 'International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও মননশীলতা চর্চার ধারক ও বাহক হচ্ছে গ্রন্থাগার। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উপর ভিত্তি করেই মানব সভ্যতা আজ উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সমাজ গঠনে গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। বর্তমানে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। আমি আশা করি, গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থাগারমুখী করতে গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ উদ্যোগী হবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত ও আধুনিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক জাতি। সরকার দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করছে যা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্মকে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, গ্রন্থাগার সমিতি আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ কনফারেন্সে লব্ধ জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রে পরিণত করতে সক্ষম হবেন।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবুদল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ মাঘ ১৪২৮
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা গ্রন্থাগারকে যে কোন জাতির উন্নয়নের একটা প্রধান সূচক হিসেবে বিবেচনা করি। আজকের দিনে তথ্যকে উন্নয়নের কাঁচামাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প সঠিক তথ্য নির্ভর না হলে তার সুফল পাওয়া যায় না। আমাদের সরকার মনে করে শিক্ষার গুনগত মানন্নোয়ন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ কারণে তৃণমূল পর্যায় থেকে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার গুনগত মানন্নোয়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার পেশাজীবীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে দেশি-বিদেশি গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করবে এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় তা দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এম.পি.
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী** ও **বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী** উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ **"International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution"** শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন ও এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

স্বাধীনতার প্রকৃত ফল পেতে এবং দেশের উত্তরোত্তর অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে এদেশের বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনসম্পদ তথা জনশক্তিতে রুপান্তরের ক্ষেত্রে বাস্তব ও কর্মমূখী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, যা অনস্বীকার্য। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ কারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর একনিষ্ঠ চেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্টে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জাতির পিতার রক্তের ও আদর্শের উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষার্থীদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে বিস্তারিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা ইতোমধ্যে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারসমূহে স্থাপিত হয়েছে। দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস, জ্ঞান ও মননশীলতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই জ্ঞান ও তথ্য সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার মতো এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয় বাস্তবায়নের পথ-পরিক্রমা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির উত্তরোত্তর সাফল্য ও দেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এম.পি.

ডা. দীপু মনি এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা আয়োজন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে সমিতির সদস্যদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার হচ্ছে জাতির জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নে এবং এর সেবা কার্যক্রমকে সমৃদ্ধকরণে বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা ও তা সমুন্নত রাখতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতোমধ্যেই যে ২৭,৫০০ গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের পদ সৃজন করা হয়েছে তা গ্রন্থাগারের গুরুত্বকেই তুলে ধরে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) পূর্ববর্তী শিল্প বিপ্লবগুলো থেকে আলাদা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) এবং ড্রোনের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলো 4IR যুগের বৈশিষ্টগুলোকে চিহ্নিত করে। সর্বোপরি ডিজিটাল, ফিজিক্যাল, বায়োলোজিক্যাল সিস্টেমের এক অপূর্ব সমন্বয় হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং পরিবেশ সুরক্ষা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে এত পরিবর্তন হবে যা কল্পনাতীত। এই পরিবর্তনের সাথে বর্তমান প্রজন্মকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত করতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য দক্ষ জনশক্তি অত্যন্ত জরুরী। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করতে ডিজিটালাইজেশনের বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের খেতাব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আজকের শিশুদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হতে হলে প্রযুক্তিবান্ধব ও দক্ষ হতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে একটি উন্নত ও আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তথ্যপ্রযুক্তিই সবচেয়ে বড় অনুঘটক। সরকারের শিক্ষা সম্পসারণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কর্মদক্ষতা ও লব্ধ জ্ঞান সহযোগী ভুমিকা রাখতে যথেষ্ঠ সক্ষম বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও ১৪তম সাধারণ সভার আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ডা. দীপু মনি এম.পি.

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এম.পি.
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা আয়োজন করছে। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ আয়োজনে সমিতি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি জ্ঞানের সেবা প্রদানকারী সামাজিক সংগঠন হিসেবে জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার আলোকবর্তিকাস্বরূপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গ্রন্থাগার বান্ধব বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করেছে। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হিসেবে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ২৭,৫০০ পদ সৃজন করা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা স্মার্ট ফ্যাক্টরি বা ইন্ড্রাস্ট্রি ৪.০ হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চারটি নীতির মধ্যে প্রথম নীতি হচ্ছে আন্তঃসংযোগ হিসেবে মেশিন, ডিভাইস, সেন্সর, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ইন্টারনেট অব পিউপল (IoP)। দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে তথ্যের স্বচ্ছতা। তৃতীয় নীতি হচ্ছে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং চতুর্থ নীতি হচ্ছে বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত। সংক্ষেপে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং প্রযুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়করণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের প্রচলন। যার মধ্যে সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম (CPS), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অফ থিংস, ক্লাউড কম্পিউটিং, কগনিটিভ কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিগুলো অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে ফলপ্রসু করতে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ খেতাবে ভূষিত হয়েছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও ডিজিটাল রূপকল্প বাস্তবায়নে গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের কর্মদক্ষতা ও লব্দ জ্ঞান সহযোগী ভূমিকা রাখতে যথেষ্ট সক্ষম বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও ১৪তম সাধারণ সভার আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এম.পি.

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে "বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি" ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হচ্ছে আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হতে হবে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, আর এজন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান।

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য আবশ্যক। গ্রন্থাগার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে সুনিশ্চিত করে এবং বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির মধ্যে এক যোগসূত্র রচনা করে। ১ম, ২য় ও ৩য় শিল্প বিপ্লবের সাথে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যোগসূত্র তৈরীতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। আমি মনে করি "বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি" কর্তৃক আয়োজিত "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে সহায়তা করবে।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়াজিত সকল আয়াজনের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি.

কে এম খালিদ, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি' আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ **'International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution'** শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

গ্রন্থের আধার হিসেবে গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির দিশারি। জ্ঞানমনস্ক আলোকিত জাতি গঠনকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালে ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। বই ও গ্রন্থাগারের প্রতি ভালোবাসার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণকে জ্ঞানমনস্ক ও বইমুখী করে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া সকল শ্রেণির পেশাজীবী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অধিকন্তু বিশ্বব্যাপী গণগ্রন্থাগার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও উন্নত সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে গণগ্রন্থাগার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আর সেই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এদেশের গণগ্রন্থাগারের যুগোপযোগী উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌নির্দেশনা ও সুপারিশমালা বেরিয়ে আসবে মর্মে আমি মনে করি। এ সকল সুপারিশ ক্ষেত্রটির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কে এম খালিদ এমপি

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.
উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা আয়োজন ও এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সেজন্য আমি সকলকে জানাই সাধুবাদ।

গ্রন্থাগার মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক। আদিকাল থেকে গ্রন্থাগার সমাজের জ্ঞান বিস্তারে কাজ করে আসছে। কিন্তু আজ গ্রন্থাগার স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে এবং কার্যক্রম ও সেবার ধরনেরও আমুল পরিবর্তন লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রন্থাগার ও পেশাজীবীদের পরবর্তী প্রজন্মের লাইব্রেরির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। সেজন্য অদ্যকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভূমিকা শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্যাপক গবেষণা, চৌকষ পরিকল্পনা এবং সময়োপযোগী বাস্তবায়নের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল উপভোগ করা যেতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (৪ওজ) সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, শিল্প এবং একাডেমিয়ার মধ্যে আলোচনা সভা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্স আমাদের প্রযুক্তিগত পরিত্রাণের মূল এবং প্রথম পদক্ষেপ।

যে কোন সংগঠনের প্রাণ হলো সাধারণ সদস্য। সাধারণ সদস্যদের কাছে জবাবদিহিতার অন্যতম মাধ্যম সাধারণ সভা। বর্তমান কার্যকর পরিষদে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে তাদের অভিষেক এবং জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কিছু দাবী উপস্থাপন করেছিলেন। যা ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। আশা করি তাঁরা নতুন পদ ও পদ মর্যাদায় নতুন কর্মস্পৃহা নিয়ে নিজেদের দায়িত্বে নিত্য নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও ল্যাবের ১৪তম সাধারণ সভার আমি সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জিব চিরস্থায়ী।

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ **"International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution"** শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা আয়োজন করেছে। এ উপলক্ষে সমিতি একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

যে কোন দেশ ও জাতির উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে নির্মল চিত্ত বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগারের প্রসার ও ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি শ্রেণী ও পেশার মানুষ গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে জ্ঞান ও তথ্য সমৃদ্ধ করতে পারেন। গ্রন্থাগার শুধু জ্ঞান মননশীলতা চর্চার স্থানই শুধু নয়, বরং দেশ ও জাতির সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও গ্রন্থাগার বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

বাণী

দেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী** পালন ও **মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী** ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ **"International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution"** শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন ও এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে মানুষ তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গ্রন্থের মধ্যে গ্রথিত করে রেখে গিয়েছেন। এগুলোকে নিয়েই গ্রন্থাগারের জন্ম। নতুন প্রজন্ম গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তাদের পূর্বসূরীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হয়ে নতুন নতুন আবিস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এভাবেই আজকের এই আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে যে কোন দেশ ও জাতির উন্নয়নের একটা প্রধান প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার। অপরদিকে, গণগ্রন্থাগারকে বলা হয়ে থাকে **জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়**। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ নিজেদেরকে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করতে পারেন। এ কারণে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের এক যুগান্তকারী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি পরিচালনা, দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন, সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এ সকল কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে দেশে একটি সুষ্ঠু সামাজিক অবকাঠামো গড়ে উঠবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন থেকে যে সকল দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ বেরিয়ে আসবে তা দেশের সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক

হাবিবুর রহমান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা আয়োজন ও এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জাতি। এ প্রেক্ষাপটে জনগণের মধ্যে যথাযথভাবে পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রন্থাগার সমাজের একটি অপরিহার্য দর্পণ। দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গ্রন্থাগারের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন আবশ্যক। ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পদার্পণ করতে হলে ডিজিটাল লাইব্রেরি পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। একুশ শতকের গ্রন্থাগার এখন আর কেবল জ্ঞানের ভৌত সংগ্রহশালা নয়, বিশ্ব বিস্তৃত ই-জ্ঞান ভান্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠিও।

দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নত হলেও সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে প্রয়োজন সর্বাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পেতে হলে গ্রন্থাগার ও পেশাজীবীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে চৌকষ হতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত এই কনফারেন্স এক্ষেত্রে অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা সার্থক ও সফল হোক এই প্রত্যাশা করি।

হাবিবুর রহমান

Barbara Lison
IFLA President

Biography

Since almost 30 years Barbara has been working as Director of the Public Library system of Bremen, one of the largest public library systems in Germany.

She is an educated librarian with university degrees in Slavonic studies, History and Educational theory.

Besides her duties in Bremen library Barbara has been actively advocating for libraries on national and international levels. She had several offices in different library related associations, having served as President of the German Library Association and President of Bibliothek Information Deutschland, BID, the national umbrella organisation of German library and information associations.

She has also held leadership positions in the European Bureau for Libraries, Archives and Documentation Associations (EBLIDA), including Executive Committee member and Vice-President.

She has been a member of IFLA´s Governing Board, held the position of Treasurer and IFLA President-elect. Her term as IFLA President from August 2021 to August 2023.

She is an expert on any aspect of the management of libraries, especially innovation, HRM, customer orientation and change management.

ড. মোঃ মিজানুর রহমান
সভাপতি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

বাণী

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী** পালন ও বাংলাদেশের **মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১** উদ্‌যাপন উপলক্ষে **"International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution"** শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

গ্রন্থাগার হলো বাতিঘর। গ্রন্থাগারের অভীষ্ঠ লক্ষ্য আলোকিত মানুষ গড়া। আলোকিত মানুষ হতে হলে তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তথ্য-সমৃদ্ধ হতে হয়, মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ হতে অনুশীলন করতে হয়। এ জ্ঞান ও তথ্যের সন্ধান করতে হলে গ্রন্থপাঠ এর অনুধাবন অপরিহার্য। গ্রন্থ জ্ঞান ও তথ্যের ধারক, গ্রন্থাগার গ্রন্থ এর ধারক। জ্ঞান ও তথ্যের সাথে গ্রন্থাগারের নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সে জন্য বলা হয়ে থাকে গ্রন্থাগার সমাজ ও সভ্যতার দর্পণ। এ দর্পণ প্রতিনিয়ত শাণিত করার জন্য জ্ঞানের ভান্ডারটিকে সমৃদ্ধ, সংরক্ষণ ও সঞ্চালনার কাজটি করে থাকেন এর ত্রাতা যাকে আমরা পদ পদবিতে বলে থাকি গ্রন্থাগারিক। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা অত্যন্ত উঁচু মানের ও মর্যাদার পেশা, একথা অনস্বীকার্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নকল্পে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্য সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে তাঁর নির্দেশনায় জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারমুখী করে আলোকিত মানুষ ও সমাজ বিনির্মাণে নিয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ আর শিক্ষা ব্যবস্থায় এনেছে ব্যপক পরিবর্তন; যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জন্য এবারের আয়োজন একটি ভিন্ন মাত্রার ও আনন্দের। দীর্ঘদিন ধরে এদেশের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় নিয়োজিত গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ তাদের পদমর্যাদা ও টিচিং স্টাফ এর ব্যাপারে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তারা তাদের পদ, পদবী ও বেতন স্কেল পেয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল। আমরা এদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল এবং পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রেখে এই বিশাল কর্মী বাহিনী প্রশিক্ষিত হয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা এবং বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের সারথী হয়ে থাকতে চাই। আর এর জন্য আমাদের প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতা।

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও ১৪তম সাধারণ সভার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি দীর্ঘজীবী হোক।

ড. মোঃ মিজানুর রহমান

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান তুষার
মহাসচিব
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

শুভেচ্ছা বক্তব্য

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী তথা 'মুজিববর্ষ' এবং বাঙালির চির গৌরবোজ্জ্বল, মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদযাপনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি' কর্তৃক ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা আয়োজন ও এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ আয়োজন যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে গৃহীত নানা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণ যেমনি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হবে- তেমনি দেশের সকল গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।

সভ্যতার পরিক্রমায় মানুষের চর্চিত চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনন, দর্শন গ্রন্থিত থাকে গ্রন্থের অক্ষরের মধ্যে। তাই গ্রন্থের আধার হিসেবে গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির সঠিক আলোর দিশারী। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে বই। মানব মনের সকল প্রকার অন্ধত্ব, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে তাকে আলোকিত পথে পরিচালনের মাধ্যমে যথাযথ জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনে বই-এর ভূমিকা অতুলনীয়। তাই বই-এর সংরক্ষণাগার হিসেবে গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির জন্য বাতিঘর স্বরূপ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এক দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় 'রূপকল্প ২০৪১' অর্জনসহ অন্যান্য সকল অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জাতি। এ প্রেক্ষাপটে দেশের গ্রন্থগার ও তথ্য পেশাজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, জনগণের মধ্যে যথার্থভাবে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির এ আয়োজনে যারা আমাকে কর্ম প্রেরণা, উৎসাহ এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। নান্দনিক এ আয়োজনকে সফল, সার্থক ও ফলপ্রসু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান তুষার

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া
কোষাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

কোষাধ্যক্ষের কথা

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) কর্তৃক আয়োজিত "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতিরি ১৪তম সাধারণ সভা আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। করোনাকালীন মহামারির মধ্যে এমন একটি আয়োজন করার কারণে আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি এর কার্যনির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি এই আয়োজনকে সফল করার জন্য ল্যাব এর সকল সাধারণ সদস্যদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তার মধ্যেই আমাদের সাধ্যমত আমরা আমাদের সাধারণ সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্ঠা করে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি যারা ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমি বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির যাবতীয় আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব,সকল খরচ ভাউচার, ব্যাংক বিবরণী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম রাজ্জাক এন্ড কোং এর মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির এ আয়োজনে যারা আমাদের কর্ম প্রেরণা, উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। নান্দনিক এ আয়োজনকে সফল, সার্থক ও ফলপ্রসু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি চিরজীবী হোক।

আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া

অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী
আহ্বায়ক
আয়োজক কমিটি
আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভা
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ইতিহাসের মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' এবং একই সাথে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদ্‌যাপনের মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের সুদীর্ঘ ৬৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় সংগঠন "বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি" কর্তৃক ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে আয়োজিত "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে LAB4IR শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার এক মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রী মহোদয়গণ, দেশি-বিদেশি অতিথিবর্গ, গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ সকলকে জানাই আমার শ্রদ্ধা, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও সুস্বাগতম। আশা করি সকলেই এ আয়োজনটি আনন্দঘন পরিবেশে উপভোগ করবেন।

বর্ণিল এ আয়োজনের অন্যতম দিক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। এটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি বিষয় যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা থেকে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি হবার পাশাপাশি তাঁদের ভূমিকা এবং করণীয় শীর্ষক সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকবে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রতিটি গ্রন্থাগারই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আধুনিক গ্রন্থাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাই গ্রন্থাগারসমূহকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অব থিংকস, ইন্টারনেট অব সিস্টেমসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যক দিক নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যদিও, বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহ ইতোমধ্যেই ডাটা সায়েন্স, বিবলিওমেট্রিকস, অনলাইন পাবলিক এক্সেস ক্যাটালগ, মেশিন রিডেবল ক্যাটালগ, ডাটা এনালাইসিস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এ "Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শিরোনামে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের পর্যালোচনা থেকে দেশের সকল স্তরের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীরা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে একই গতিতে তাঁদের পেশার ক্রমবিকাশ ঘটাতে আরো সক্ষম হবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি। পাশাপাশি গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের আনন্দঘন এ মহামিলন মেলায় আগতদের অফুরন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্ব মহামারির এ ক্রান্তিকালে বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করায় সকলকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করে শেষ করছি। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি দীর্ঘজীবী হোক। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আল্লাহ হাফেজ।

অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী

কাজী আব্দুল মাজেদ
যুগ্ম-আহ্বায়ক, আয়োজক কমিটি
আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভা
সহসভাপতি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

বাণী

বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারী পরিস্থিতির মধ্যেও দেশে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন ও এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আমরা সর্বদাই দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থাকে দেশ ও জাতির উন্নয়নের একটা প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে আসছি এবং সে অনুযায়ী দেশের সকল ইতিবাচক কর্মসূচিতে ভূমিকা রেখে আসছি। গত ডিসেম্বর ২০২০ এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ২০২১-২০২৩ মেয়াদের জন্য গঠিত সমিতির নির্বাচিত কাউন্সিল করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও হাত গুটিয়ে বসে নেই। এ পেশার শিক্ষক, ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যবৃন্দসহ সকল শ্রেণির পেশাজীবীদের সাথে অনলাইনে মত বিনিময় সভা আয়োজন, দেশের মাননীয় মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন, পেশাজীবীদের সমস্যা নিরসনে কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রয়োজনীয় প্রস্তাব/সুপারিশ প্রেরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমিতি তার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন থেকে মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও সুপারিশমালা বেরিয়ে আসবে। সেগুলো দেশের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ প্রেক্ষাপটে সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এ সকল কর্মসূচি আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতির সকল সদস্য ও পেশাজীবীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

কাজী আব্দুল মাজেদ

Dr. Dilara Begum
Chairperson & Associate Professor
Department of Information Studies and Library Management
East West University, Dhaka, Bangladesh
Professional Council Chair, Division C, IFLA
Convener, LABiCon2022

Convener Message

It is my privilege and honor to welcome you all to the International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution on 11-12 February 2022 at the Institution of Engineers, Bangladesh (IEB), Ramna, Dhaka, Bangladesh.

The conference is an effective platform to meet fellow and key decision makers in academia, practitioners as well as other stakeholders. It is a way to share and enhance the knowledge of each and every individual in this fast-moving tech-savvy era.

With the usage of innovative technologies and trends like robotics, virtual reality, artificial intelligence, and the Internet of Things, the fourth industrial revolution is transforming the day-to-day activities in every sphere of our lives. Libraries as well as Library and Information Science (LIS) professionals have been affected by these transformative shifts. Libraries are always in the forefront in the adoption and use of new technologies. Therefore, I strongly believe that this conference has given a good opportunity for those who have a thirst for knowing about contemporary technological developments and also are also keen to share their ideas with national and international participants. Furthermore, the conference will help bridge the researchers working in academia and other sectors through research presentations and keynote addresses. It reflects the transforming roles and responsibilities of LIS professionals in the fourth industry revolution. Participants will also get ample opportunities to widen global network through this conference.

I would like to thank the conference committee for extending their valuable time in organizing the program and all the speakers, authors, reviewers, and other contributors for their sparkling efforts in the excellence of LABiCon2022.

I wish you all an enriching, engaging and productive conference!

Dr. Dilara Begum

মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার
সদস্য সচিব
আয়োজক কমিটি
আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভা
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

সদস্য সচিবের কথা

আমরা সদ্যই অতিক্রম করে আসলাম জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এ দুটো জাতীয় অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে প্রতিটি পেশার প্রতিটি বাঙালিই অঙ্গিকার করেছে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে রুপান্তর করার। বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পেশাজীবি সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির অঙ্গিকারও ছিল তাই। দেশের অন্যতম সফল এই পেশাজীবি সমিতিটি এ বছর ৬৫ অতিক্রম করে পদার্পণ করবে ৬৬ বছরে। ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। দিবসটিকে উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতায় আমাদের এবারের আয়োজন জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ও "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের জন্য নতুন একটি ধারণা হলেও আমরা এ বিষয়টির সঙ্গে কমবেশি পরিচিত। গত ১৩ বছর ধরে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের ফলে সারাদেশে প্রতিটি খাতের পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আইসিটি প্রভাব ফেলেছে। "ইউনিয়ন আইসিটি বা ডিজিটাল সেন্টার" তার একটি প্রকৃত উদাহরণ। চতুর্থ এ যুগের জন্য এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বায়োলজিকে (সাইবার-ফিজিক্যালসিস্টেমস) একত্রিত করেছে এবং পারস্পারিক সংযোগ স্থাপনের অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। নয়া এই বিপ্লবের সঙ্গে সব চাইতে দ্রুত যে প্রযুক্তিটি সম্প্রসারিত হবে তাহলো তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এর প্রভাব স্কুল পর্যায়ের গ্রন্থাগার পেশাজীবী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ পর্যায়ের দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত ব্যাপক শূণ্যতা দেখা দিয়েছে। এ শূণ্যতা দূর করাই আজ আমাদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জে টিকে থাকতে হলে সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার পেশাজীবিদের তথ্য প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লড়াই করে যেতে হবে। এ লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করতে না পারলে অদক্ষরা হারাবে তাদের কর্মক্ষেত্র অপরদিকে দক্ষরা আরও উন্নত ধাপে এগিয়ে যাবে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাবিশ্ব যখন নাজুক অবস্থায় রয়েছে সে সময়ে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি খুব স্বল্প সময়ে বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যপেশাজীবিদের নিয়ে এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও ল্যাব এর ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করতে পারায় বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে সম্পূর্ণ আয়োজনের সাফল্য কামনা করছি।

মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার

মো. নোমান হোসেন
সদস্য সচিব, LABiCon2022
এবং
গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

সদস্য সচিবের কথা

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ইতিহাসের মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ শুভলগ্নে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে "International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ, তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ লেখনী, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের ভূমিকা বিষয়ক LAB4IR শিরোনামে তথ্যবহুল একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক পট পরিক্রমায় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী যা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত আছে। সময়ের প্রয়োজনে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায় যা একটি সমাজকে নতুনভাবে গড়ে উঠার প্রেক্ষাপট, আবশ্যকতা বা নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে। নব আবিষ্কার ও নব উদ্দীপনায় সমাজ ও সভ্যতার কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাপূর্বক অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয় তা এক একটি শিল্প বিপ্লবের স্বরূপ। "শিল্প বিপ্লব" শব্দটি ১৮৫২ সালে জনশ্রুতি পায়। মূলত আরনল্ড টয়েনবি নামক একজন ইংরেজি লেখক যিনি অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ নামে পরিচিত। তাঁর "বৃটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৭৬০ থেকে ১৮৪০" শীর্ষক লেখায় "শিল্প বিপ্লব" ধারণাটির প্রচলন শুরু হয়। যে কোন পরিবর্তন বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সব সময়ই গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রসমূহকে সম্মুখ সারিতে থাকতে হয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী Big Data Analysis, Computer Networking, Critical Problem Solving, Critical Thinking, Creative Management, Emotional Intelligence Management, Access to Files Remotely, Artificial Intelligence, Internet of Things, Networking and Server Management Capacity, Bibliographical Control, Bibliometrics, Adaptation to Technological Changes, Virtual Reality, Robotics ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা কৌশল রপ্ত করার মাধ্যমেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক এ কনফারেন্সে প্রবন্ধসমূহ আয়োজনে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য প্রত্যেক লেখক, প্রবন্ধ উপস্থাপক, রিভিউয়ার ও অন্যান্য সহযোগীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি উপস্থাপিত প্রবন্ধের পর্যালোচনা থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়ায় শাণিত হয়ে আগামী দিনের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রসমূহ আপন মহিমায় গড়ে উঠবে। কোভিড-১৯ মহামারির এ ক্রান্তিকালে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং মহামূল্যবান সময় দিয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সসহ সকল আয়োজনে আমাদের সাথে থাকার জন্য সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

মো. নোমান হোসেন

প্রফেসর ড. মো. নাসিরউদ্দীন মিতুল
আহ্বায়ক
প্রকাশনা কমিটি, LAB4IR

আহ্বায়কের কথা

'...শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমেই উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং এর বাইরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর কোনো রহস্য নাই।' - এলহানন হেল্পম্যান নামক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ তাঁর 'দ্যা মিস্ট্রি অব ইকোনোমিক গ্রোথ'-এ বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে উক্তিটি ২০০৪ সালে প্রমাণ করেন। অতএব, শিক্ষা হচ্ছে সকল উন্নয়নের নিয়ামক শক্তি। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড হলে গ্রন্থাগার হচ্ছে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ডস্বরূপ। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগারের কোনো বিকল্প নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় শিক্ষার মান বাড়াতে প্রয়োজন মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সর্বপ্রথম অনুধাবন করতে পেরে ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভাগ্য-উন্নয়নে অকৃপণ থেকেছেন সর্বদা। ২০২১ সালের শেষের দিকে স্কুল লাইব্রেরিয়ানদের শিক্ষক পদমর্যাদা দেওয়া ও প্রতিবছর ৫ই ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' ঘোষণা করার পাশাপাশি প্রায় ৩০ হাজার পদ সৃষ্টি করে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদেরকে তিনি চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যপেশাজীবীরা বদ্ধপরিকর। তাই উন্নত প্রযুক্তি ও স্কিল-বেইজড শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ নিরলসভাবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

'লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (LAB) কর্তৃক আয়োজিত The International Conference on 'The Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution' উপলক্ষ্যে LAB কর্ণধারগণসহ আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই পাশাপাশি LAB4IR প্রকাশনায় দেশ-বিদেশ থেকে গবেষণাপত্র ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল। LAB4IR প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইল প্রাণময় ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রফেসর ড. মো. নাসিরউদ্দীন মিতুল

কাজী এমদাদ হোসেন
সদস্য সচিব
প্রকাশনা কমিটি, LAB4IR

সদস্য সচিবের কথা

যুগটা এখন ডিজিটাল-মিলন হবে ভার্চুয়াল। 4IR এর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে আমাদের এটাই বাস্তবতা। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও পেশাজীবীদের মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের উন্নয়নের জন্য এমন কিছু স্বপ্নবাজ, দুরদর্শী, শিক্ষানুরাগী পেশাজীবীদের কল্যাণে নিবেদিত প্রান যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলই আজকের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের উন্নয়ন। সময় চিরন্তর বহমান এবং এর ধারা অব্যাহত, তাই পেশার আরও উন্নয়নের জন্য আমরা অঙ্গিকারাবদ্ধ।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সব গুণী গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের, যারা এই সংগঠনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পেশার উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের নবীন ও প্রবীণদের মহামিলনে প্রশস্তের স্বস্তি বয়ে যায় উভয়ের মননে। মূলত: এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মহাসম্মেলনের আয়োজন।

LAB4IR প্রকাশ করতে গিয়ে সকল বিষয় সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করতে না পারার ব্যর্থতার দায়ভার আমাদেরকেই নিতে হবে। এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে এবং LAB4IR প্রকাশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল সুধীজনের বাণী প্রদান ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানের অবদানের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানকারী সকলের প্রতি আমার অকুণ্ঠ ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। মুদ্রণ কাজে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি।

কাজী এমদাদ হোসেন

স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত

মুহাম্মদ সিদ্দিক খান

জন্ম: ২১ মার্চ ১৯১০

মৃত্যু: ১৩ আগস্ট ১৯৭৮

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

কার্যকরী পরিষদ

২০২১-২০২৩

সভাপতি
ড. মোঃ মিজানুর রহমান

মহাসচিব
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)

সহ-সভাপতি
কাজী আব্দুল মাজেদ

সহ-সভাপতি
মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার

সহ-সভাপতি
শামীম আরা

কোষাধ্যক্ষ
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া

যুগ্ম-মহাসচিব
মোঃ হারুনর রশীদ

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)

গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক
মোঃ নোমান হোসেন

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
ছায়া রানী বিশ্বাস

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
আঞ্জুমান আরা শিমুল

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
কাজী এমদাদ হোসেন

কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)
আবদুস সাত্তার

কাউন্সিলর (ঢাকা)
লৎফুন নাহার রেখা

কাউন্সিলর (চট্টগ্রাম)
আহমদ হুমায়ুন কবির

কাউন্সিলর (রাজশাহী)
মোঃ আব্দুল্লাহ আল বসির

কাউন্সিলর (খুলনা)
অনাদী কুমার সাহা

কাউন্সিলর (বরিশাল)
মো: মাহবুব আলম

কাউন্সিলর (সিলেট)
মোঃ কাওছার আহমদ

কাউন্সিলর (রংপুর)
সৈয়দ মাহ্বুবার রহমান সোহেল

কাউন্সিলর (ময়মনসিংহ)
মো: এমদাদুল হক

সভাপতি
ড. মোঃ মিজানুর রহমান

ল্যাব এম এস খান ফাউন্ডেশন
২০২১-২০২৩

মহাসচিব
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)

কোষাধ্যক্ষ
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া

সদস্য
কাজী আব্দুল মাজেদ

সদস্য
ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী

সদস্য
প্রফেসর ড. এম হারুন-উর-রশিদ

সদস্য
হাজেরা খাতুন

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি এবং ইলিস, ঢাকা এর কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

কাজী আবদুল মাজেদ
পরিচালক

মোঃ সালাউদ্দিন পাটোয়ারী
অফিস সেক্রেটারী

মোঃ হাফিজুর রহমান খান (মিন্টন)
অফিস সহকারী

মিজানুর রহমান মানিক
কম্পিউটার অপারেটর

শরিফ আহমেদ হাজারী
কম্পিউটার অপারেটর

রবি কুমার দাস
অফিস এটেনডেন্ট

রুমা রাণী দাস
এমএলএসএস

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সম্মানিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিববৃন্দ

সভাপতি	কার্যকাল	সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব	কার্যকাল
জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খান (প্রতিষ্ঠাতা)	১৯৫৬-৫৯	জনাব রাকিব হোসেন	১৯৫৬-৫৯
জনাব আহমদ হোসাইন	১৯৬০-৬৩	জনাব আবদুর রহমান মিরধা	১৯৬০-৬৩
জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খান	১৯৬৪-৬৬	জনাব এম. শাহাবুদ্দিন	১৯৬৪-৬৬
জনাব আহমদ হোসাইন	১৯৬৭-৬৮	জনাব আবুবকর সিদ্দিক	১৯৬৫-৬৮
জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খান	১৯৬৯-৭২	জনাব এ এম মোতাহার আলী খান	১৯৬৯-৭২
জনাব এম. শাহাবুদ্দিন	১৯৭৩-৭৮	জনাব আবুবকর সিদ্দিক	১৯৭৩-৭৬
জনাব আবদুর রহমান মিরধা	১৯৭৮-৮২	জনাব এ এম মোতাহার আলী খান	১৯৭৭-৮২
জনাব আহমদ হোসাইন	১৯৮৩-৮৫	জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৩-৮৫
জনাব যাকি উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৬-৮৮	জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৬-৮৮
জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ	১৯৮৯-৯১	জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	১৯৮৯-৯১
জনাব এ কে এম আবদুন নূর	১৯৯২-৯৪	জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	১৯৯২-৯৪
জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	১৯৯৫-৯৭	খন্দকার ফজলুল রহমান	১৯৯৫-৯৭
জনাব এ কে এম আবদুন নূর	১৯৯৮-২০০০	খন্দকার ফজলুল রহমান	১৯৯৮-২০০০
জনাব এম. শামসুল ইসলাম খান	২০০১-২০০৩	খন্দকার ফজলুল রহমান	২০০১-২০০৩
	২৯-০১-০৩ পর্যন্ত		
	জনাব কাজী আবদুল মাজেদ (ভারপ্রাপ্ত)৩০-১-২০০৩ থেকে ৩১-১২-২০০৩ পর্যন্ত		
ড. এম আবদুসসাত্তার	২০০৪-২০০৬	সৈয়দ আলী আকবার	২০০৪-২০০৬
ড. এম আবদুসসাত্তার	২০০৭-২০০৮	সৈয়দ আলী আকবার	২০০৭-২০০৮
	(২০০৭-২০০৮ বিশেষ সাধারণ সভাকর্তৃক মনোনিত)		
প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সি	২০০৯-২০১১	সৈয়দ আলী আকবার	২০০৯-২০১১
প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সি	২০১২-২০১৪	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	২০১২-২০১৪
প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সি	২০১৫-২০১৭	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	২০১৫-২০১৭
সৈয়দ আলী আকবার	২০১৮-২০২০	ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	২০১৮-২০২০
ড. মোঃ মিজানুর রহমান	২০২১-	মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)	২০২১-

ঢাকা বিভাগ

কাউন্সিলর (ঢাকা)
লৎফুন নাহার রেখা

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ বাবর আলী তালুকদার

রংপুর বিভাগ

কাউন্সিলর (রংপুর)
সৈয়দ মাহবুবার রহমান সোহেল

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ ইয়ামিন আলী

আন্তরর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪ তম সাধারণ সভা ২০২২ সফল হউক

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গর্বিত সদস্য হোন
পেশার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন

Library Association of Bangladesh
LAB-ILIS Bhaban, 99/2 Shyamoli Housing (2nd Project)
Adabor-Mohammadpur, Dhaka-1207
www.lab.org.bd

চট্টগ্রাম বিভাগ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

বিভাগীয় কাউন্সিলর
আহমদ হুমায়ুন কবির

সাধারণ সম্পাদক
শেখ মো: আলী আব্বাস

সহ-সভাপতি
আবুল হাসানাত কাজী মুহাম্মদ ইলিয়াচুর রসিদ

সহ-সভাপতি
মঈনুল হোসেন সিদ্দিকী

কোষাধ্যক্ষ
মোহাম্মদ জামাল হোসেন

যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক
মোঃ কামাল হোসেন

সাংগঠনিক সম্পাদক
সৈয়দ মোঃ এনামুল হক

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ আক্কাছ আলী

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
বাপ্পী রানী বড়ুয়া

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ ওসমান গনি

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোহাম্মদ এনামুল হক

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ মহিউদ্দীন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আকতার হোছাইন

কার্যনির্বাহী সদস্য
শাহিন আরা বেগম

রাজশাহী বিভাগ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

কার্যকরী পরিষদ

২০২১-২০২৩

সভাপতি
মোঃ আব্দুল্লাহ আল বসির

সাধারণ সম্পাদক
আ.ন.ম সিদ্দিক হোসেন

সহ-সভাপতি
মোঃ জিন্নুর রহমান

সহ-সভাপতি
মোঃ ইমরান আলী

সহ-সাধারণ সম্পাদক
মোঃ ফরিদুল হক

কোষাধ্যক্ষ
মুহাম্মদ মহিউদ্দীন

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ মাসুদ ইকবাল

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
তহমিনা চৌধুরী

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সেলিনা পারভীন

কার্যনির্বাহী সদস্য
ফেরদৌস বানু চৌধুরী

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আশরাফ হোসেন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ জিয়াউল হক

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোসাঃ মিনিয়ারা খাতুন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোসাঃ সেলিনা আক্তার

খুলনা বিভাগ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সভাপতি
জনাব অনাদী কুমার সাহা

সাধারণ সম্পাদক
জনাব এস, এম, আব্দুল হামিদ

সহ-সভাপতি
জনাব এম, এম, জাকির হোসেন

সহ-সভাপতি
জনাব মনোয়ারা খাতুন

যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
জনাব মোসাঃ নাসরিন সুলতানা

কোষাধ্যক্ষ
জনাব সরদার মোঃ মঞ্জুরুল হক

সাংগঠনিক সম্পাদক
জনাব ফারহানা আফরোজ খান চৌধুরী

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জনাব আঞ্জুমান আরা

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
জনাব হামিদা খাতুন

কার্যনির্বাহী সদস্য
জনাব মোঃ খলিলুজ্জামান

কার্যনির্বাহী সদস্য
জনাব জি, এম, গোলাম রব্বানী

কার্যনির্বাহী সদস্য
জনাব এস, এম, মহিবুল্লাহ

কার্যনির্বাহী সদস্য
জনাব আফরোজা সুলতানা

কার্যনির্বাহী সদস্য
জনাব শাহানা আক্তার

কার্যনির্বাহী সদস্য
জনাব অলোক কুমার মজুমদার

বরিশাল বিভাগ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সভাপতি
মোঃ মাহবুব আলম

সাধারণ সম্পাদক
মধুসূদন হালদার

সহ-সভাপতি
পংকজ কুমার সরকার

সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ কামাল হোসেন

কোষাধ্যক্ষ
রেজা মোহাম্মদ ফারুক

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মোসাঃ সুরাইয়া আকতার

সাংগঠনিক সম্পাদক
এ.বি.এম আমিনুল ইসলাম খান

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ সাব্বির আহমেদ

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
নেহার বেগম

কার্যনির্বাহী সদস্য
সুনীল কুমার সরকার

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আব্দুর রব

কার্যনির্বাহী সদস্য
মাহমুদা আক্তার

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আহছানুর কবির

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ জাকির হোসেন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ মাকসুদুর রহমান

সিলেট বিভাগ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সভাপতি
মোঃ কাওছার আহমদ

সাধারণ সম্পাদক
মাশরূফ আহমেদ চৌধুরী

সিনিয়র সহ-সভাপতি
মোঃ মতিউর রহমান খান

সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

কোষাধ্যক্ষ
মোঃ মাহমুদুল হাসান

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ খায়রুল ইসলাম সুহেব

সাংগঠনিক সম্পাদক
বিপ্লব কুমার দাস

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ আনোয়ার হোসেন

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
নাজমুন নাহার খানম

কার্যনির্বাহী সদস্য
সৈয়দ মোকাম্মেল আলী

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ হুমায়ুন কবির

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আব্দুল হাকিম

কার্যনির্বাহী সদস্য
জবরুল ইসলাম

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

ময়মনসিংহ বিভাগ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
কার্যকরী পরিষদ
২০২১-২০২৩

সভাপতি
মোঃ এমদাদুল হক

সাধারণ সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল আলী

সহ-সভাপতি
তানজিলা ফেরদৌস

সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ আলী খান চন্দন

কোষাধ্যক্ষ
মনিরুজ্জামান

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
মোঃ আমিনুল ইসলাম

সাংগঠনিক সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ ফরহাদ

প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ গোলাম মোস্তফা

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জীবননেছা জাহান চম্পা

কার্যনির্বাহী সদস্য
করিমন নেছা

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ খাইরুল আলম নান্নু

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ ফজলুর রাকিব

কার্যনির্বাহী সদস্য
ফৌজিয়া আক্তার

কার্যনির্বাহী সদস্য
লুৎফুন্নাহার বেগম

কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ সাইফুল ইসলাম

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যেসব পেশাজীবীদেরকে হারিয়েছি।
আমরা তাঁদের পরকালীন মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম এম শামসুল ইসলাম খান
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
ও
সভাপতি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
জন্ম:
মৃত্যু: ০২/০৯/২০২১

মরহুম আব্দুল ওয়াহাব

মরহুম ফেরদৌসী বেগম ডালিয়া

মরহুম মোঃ শাহিন খান

মরহুম মোঃ আব্দুস ছালাম

মরহুম শাহাদাত হোসেন

মরহুম আহাদুজ্জামান

মরহুম নিলুফার আক্তার
(মরহুম এম শামসুল ইসলাম খান-এর সহধর্মীনী)

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফ্ফার

বর্তমান সভ্যতায় মানুষ যখন লোভ হিংসা অহংকার স্বার্থপরতায় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত তখন কিছু মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে অনিবার্য। বর্তমান সভ্যতায় যদি গুটি কয়েক নিঃস্বার্থ এবং নির্লোভ মানুষের নাম হয়, তবে একটি নাম উচ্চারন করতেই হয় তিনি হলেন শিক্ষাবিদ মোঃ আব্দুল গফ্ফার বীরমুক্তিযোদ্ধা সেকশন কমান্ডার।

তিনি এসএসসি পাশ করে রংপুর কারমাইকেল কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এমতাবস্থায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষন এবং উদার্ত্ত আহবানে সারা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন।তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ধারক বাহক হয়ে ছাত্রলীগের পতাকা তলে দাড়িয়ে ১৯৬৯ সালে জলঢাকা থানা শাখার ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে ১৪ই এপ্রিল তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার দেওয়ানগঞ্জে অবস্থিত ইয়ুথ ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখান থেকে মুক্তিক্যাম্প নামক (মুজিব ক্যাম্প) এ ২৯ দিনের প্রশিক্ষন গ্রহন শেষ করে সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্ট শাখার প্রশিক্ষন নেন।

১৯৭২ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। সেই সময় তিনি কারমাইকেল কলেজ থেকে সন্ধানী নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭৩সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন কালীন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হল শাখার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ছিলেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) আন্তকক্ষ সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তিতে কারমাইকেল কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে জলঢাকা ডিগ্রি কলেজে গ্রন্থাগারক হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তিতে উক্ত কলেজে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত বিষয়ের তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষক ।

তারেই ধারাবাহিকতায় সিংহভাগ নিজস্ব অর্থায়নে নিরক্ষতা দূরীকরণের জন্য ঝড়ে পড়া শিশুদের স্কুল মুখি করন, বিশেষ পাঠ দান , দরীদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি ও সহায়ক উপকরণ প্রদান। দূর্যোগকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা প্রদান। নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত প্রজনন অধিকার সংরক্ষনের কর্মসূচি গ্রহন এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়ের যন্তের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লবের জন্য DFC এসোসিয়েশন তিস্তা প্রযেক্ট (পাউবো) থেকে কৃষকদের কে নিয়ে স্বল্পমূল্যে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছেন।

তিনি সংগীত প্রিয় একজন মানুষ সংগীত তার হৃদয়ে স্পন্দন। তাই তিনি গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য টগড়ার ডাঙ্গা কৈমারী, জলঢাকায় ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভাওয়াইয়া একাডেমী নামক সংগীত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও জমি দাতা তিনি এখানে রংপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানকে লালন ও সংরক্ষন করা হয় এবং সংগীত শিক্ষা ও সংগীত চর্চা করা হয়। যে কোন লোক তার সংস্পর্শে এসে কথোপোকথন হলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করে পৃথিবীতে এমন লোকের দেখা খুব কমেই হয় এবং পরস্পরের প্রতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধন সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও তিনি [এলএম ০১২৩] বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, বেলিড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল রেজিঃ গ্রাজুয়েট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় এ্যালামনাই এসোসিয়েসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেজিঃ ইংরেজি বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেজিঃ নং-ENAR4-1474, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নীলফামারী জেলা ইউনিট। এছাড়াও তিনি শিক্ষাবিদ সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল (মহামান্য রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমান কর্তৃক মনোনীত)।

International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution

Keynote Paper for the International Conference on **'The Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution'** Organized by Library Association of Bangladesh (LAB); 11-12 February, 2022, Dhaka, Bangladesh

Knowledge, Attitude and Practices Concerning 4th Industrial Revolution: View from the LIS Professionals in Bangladesh

Dr. Md. Nasiruddin Mitul
Dean, National University Bangladesh &
Professor, Dept. of Library and Information Science
National University Bangladesh
mitulnasiruddin@gmail.com
11- 12 February, 2022

Abstract

The study has aimed to conduct a countrywide library survey for measuring LIS Professionals' knowledge, attitude and practices concerning 4th Industrial Revolution in the current context of Bangladesh. Both desk and field research methods have been applied with a view to explore the perception of the Bangladeshi library professionals about the 4th IR. Library Professionals have been treated as a vital knowledge-force as they are playing a very dynamic role in the universal diffusion and advancement of knowledge and education around the globe for creating knowledge based society. The survey has been designed with a total population of 340 LIS Professionals from 50 libraries belonging to three categories of which 20 are government public libraries, 10 special libraries and 20 academic libraries (especially the Honours College Libraries affiliated under National University of Bangladesh). Data has been collected from the respondents through questionnaire method and have been analyzed using simple SPSS. Findings revealed that the level of knowledge of the LIS Professionals regarding ICT skills associated with 4thIR to some extent is poor. Findings also revealed that their attitude towards embracing the 4thIR to some extent is still negative. LIS professionals whose mindset is to provide traditional library services instead of innovative services are becoming apprehensive to adopt the changing technologies. They do not like to practice innovative library to not intend to learn and handle advanced technologies to face the challenges of the 4th IR. The study has attempted to find out the reasons behind this. It has also suggested 'the things to be done' by the LIS Professionals to cope up with the sophisticated technologies associated with the 4th IR.

Keywords: KAP Study; 4IR, Library Professionals; 4th Industrial Revolution; Library and Information Science; LIS Profession in Bangladesh

Background

There is no doubt about the fact that development is a product of education and education is a process through which people are formally and informally trained to acquire knowledge and skills. So, the role of libraries and librarians in the context of 4th IR and capacity building of the people can never be overemphasized, if it serves in an innovative way by breaking the tradition (Ogunsola, 2011). Basically library is a living apparatus which preserves all the information of the past for the use of the present generation and that creates link between the past and present generation for the utilization of information by the future generations. Collection, organization, dissemination and preservation of the learning materials are the main functions of the libraries. In most cases library-materials are poorly organized and preserved manually. Quick dissemination of information is difficult as the traditional libraries usually are confined within a physical boundary. Getting a piece of information by searching is time consuming as well. But due to the 4th IR, traditional approaches

of the library systems are changing rapidly. Access to knowledge in a digital space is increasing day by day (Marwala, 2019).

The 1stIR (invention of Steam Engine), 2ndIR (invention of Electricity), and the 3rdIR (invention of Telecommunications) substituted the human but not their thinking, whereas the 4thIR substitutes human thinking. The World Economic Forum (WEF) observed that, in the future, Artificial Intelligence (AI) would become the ideal personal assistant performing better than humans and be available to all. The 4th Industrial revolution makes lives better, easier and more productive but for some, jobs and livelihoods become collateral damage. The 4th IR is divided into three categories which are physical, digital and biological. Physical includes intelligent robots, autonomous drones, driverless cars, 3D printing, smart sensors etc. Digital includes internet of things, services, data etc. and Biological includes synthetic biology, individual genetic make-up, etc.

The term 4thIR was coined by Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum (WEF) and an academician. In 2016 he defined the 4thIR as a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres (Schwab, 2016). The integration of the physical world with the computer world is rightly delineated in the example of 'genome sequence'. Now-a-days a genome sequence result can be acquired by using computing power in a few hours at the cost of less than one thousand dollars, while the first human genome project took ten years at a cost of 2.5 billion dollars. Such integration opens a new avenue of knowledge, which was out of the scope of this domain before. This evolution of innovation takes place in the cyber-physical space, which is extensively known as Fourth Industrial Revolution (4thIR) or Industry 4.0. Artificial Intelligence, Robotics, Internet of Things (IoT), Cognitive Computing, Cloud Computing, 5G, Quantum Computing, Precision Agriculture, Smart Farming, Biotechnology and Nanotechnology are at the heart of this 4thIR. Scandinavian countries have prepared themselves to take advantage of 4IR. They have integrated Artificial Intelligence (AI) and Robotics in their education, starting from primary level to higher education with an objective to prepare the cognitive mind of their human resources to lead the 4thIR (Husain, 2019). The education systems of Bangladesh should be equipped with the core subjects of 4IR. Prior knowledge is important to use the valuable resources properly and awareness promotes the use. For ensuring quality services to the users and patrons, librarians must be conscious about the concept and importance of 4thIR. Knowledge and attitude are the prime factors which are determining the librarians' performance during 4thIR. LIS professionals must provide quality information services as they are the main custodian of information (a commodity which is treated as the main driving force of every economy). They should be aware of the trend of 4thIR and also should have a positive attitude to embrace the requisite ICT skills to face the challenges of the 4th IR. This study therefore seeks to examine LIS Professionals' knowledge, attitude and practices concerning 4thIR in academic libraries of Bangladesh.

LIS Profession in Bangladesh: at a glance

Fifty years have passed since the independence of Bangladesh. The whole country is now celebrating 50 years of Independence and also celebrating the 100th years of birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In spite of substantial developments in many other fields, development of the LIS (library and information Science) profession has got little attention in Bangladesh. Presently, Bangladesh has 01 National Library, 68 government public libraries, 1,603 non-government public libraries, more than 2,000 special libraries, approximately 20,000 academic libraries (including school, madrasha, college and university) and 3,596 NGO-operated libraries across Bangladesh. In addition, there are ministry libraries, e-centers, i.e. ICT-based public access venues such as cybercafés, telecenters and 4,547 government-installed rural Union Information and

Service Centers (UISCs). Overall, 40,000 LIS Professionals have been working throughout the country (British Council Report, 2014).

Not only the wisest among us, even the laymen in the society realize the needs of the services of the Library and Information Science as the demand has been expanding rapidly throughout the country after the declaration of the present Prime Minister that one educational institution must have one library with a professional librarian (Daily Star, 2011). Just after the declaration, the Ministry of Education has circulated a Government order creating 28,500 vacant posts for School, College and Madrahsa Libraries throughout the country fixing some criteria that the candidate must have either Honours/Masters or Post-Graduate Diploma Degree in Library and Information Science from any recognized University or other educational institutions affiliated by the National University. It has brought radical changes in the current job market and the demand of the skill-based discipline has increased tremendously. On the other hand, the scenario of the supply side is deplorable due to not having the programs available in the country. Each year less than 300 graduates pass out with Honours and Masters Degree from only 3 public and 1 private universities namely University of Dhaka, Rajshahi University, Noakhali Science and Technology University, East West University and Lalmatia College out of more than 150 universities in Bangladesh. Near about 3,000 students are passing out from 31 diploma institutions and 8 colleges under the National University. About 16,000 Assistant Librarians are working in MPO registered secondary schools across the country. They run the school library as well as teach various subjects like a general teacher. After a long movement, this government has given them teacher status. It is a revolutionary decision of the government which boosted-up the dignity of the profession substantially.

Statistics reveals that supply side is very poor in number in comparison with declared demand side. No doubt, this discipline is quite different from others. In terms of its service pattern, it is a proven fact that Library and Information Science is a Technical Subject which needs professional knowledge with practical educational institutions that can provide this knowledge and training. It must have particular course curriculum and suitable logistics for providing technical training. Realizing the necessity of production and recruitment of knowledgeable and skilled professionals to keep pace with 4thIR, this is the right time for Bangladesh to expand some quality LIS educational institutions.

Rationale

Oxford University Researchers in 2013 mentioned that out of 700 occupations in the world, the following 30 have maximum chance of getting automated (means losing jobs) in future: Telemarketers; Title examiners; Abstractors and searchers; Sewers, hand; Mathematical Technicians; Insurance Underwriters; Watch repairers; Cargo and foreign agents; Tax preparers; Photographic process workers and processing Machine operators; New accounts clerks; Library Technicians; Data Entry Keyers; Timing Device assemblers and adjusters; Insurance claims and policy processing clerks; Brokerage clerks; Order Clerks; Loan officers; Insurance appraisers, auto damage; Umpire referees and other sports officials; Tellers; Etchers and engraves; Packaging and filling machine operators and tenders; Procurement clerks ; Shipping receiving and traffic clerks; Milling and planning machine setters, operators, and Tenders, Metal and plastic; Credit Analysts; Parts salespersons; Claim adjusters, examiners, and investigators,; Diver, sales workers; Radio workers (Carl & Michael, 2015). From these 30 occupations, number 11 namely 'Library Technicians' is this study concern. Naturally, a question may arise in mind 'How library technicians may lose their job?' The case study reveals an example. LIS professionals whose prime responsibility is to collect, organize, disseminate and preserve information have a 99% probability of automation. In the last couple of years, 'Amazon' has created an example assigning robots. These are now responsible for sorting books, re-arranging

shelves and bring products to the workers. Thus it saves a lot of manpower and provides additional efficiencies (Fati & Adetimirin 2017). So what will happen in future? Does the 4th IR pose an existential threat to LIS professionals? In this study, the answer is simply 'no'. It does not. Not any more than any other technological innovation (information systems, computers, internet, e-readers, Google, Google scholar) did. However what is very likely is that the technologies that emerge from the era will slowly (but surely) lead to profound changes in how libraries operate. Those libraries that fail to understand or embarrass these technologies may, in fact, be left behind. So LIS Professionals must as always, stay abreast of trends in emerging technologies for adapting with the 4thIR.

Bangladesh has done all it needs to prepare for digital integration during and after the 4thIR. Many developed countries of the world did not even think about launching 5G but Bangladesh has done it. The third submarine cable is coming in 2023. Skilled manpower is essential for the 4thIR. To this purpose 39 high-tech parks have been established as well as various ground-breaking programs are being taken and implemented. Bangladesh has already gained the reputation of Asian Tiger under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. The next high-tech park in Bangladesh will be Silicon Valley. All 4,501 union parishads (the lowest level of local government) in the country's 64 districts have already been included in the digital network. The main services of the government especially land registration, birth registration, university admission or job application etc. are being delivered digitally to the doorsteps of the citizens. Apart from formal and informal education, e-governance, Service Delivery, Public Policy and implementation, Information Technology, Decentralization, Urban Development and Planning, and Challenges to SDG implementation and administrative Policy Strategies have already been introduced with public servants. Training on cloud server, Internet of things and on artificial intelligence have launched in some educational and training institutes (Lom& Svitek, 2016).

Objectives

The main objective of this study is to examine the LIS Professionals' knowledge, attitude and practices concerning 4th IR in the current context of Bangladesh. The specific objectives are to:

- ✓ Find out why LIS professionals, to some extent, are apprehensive about embracing the challenges of the 4th IR
- ✓ Determine the knowledge and attitude of the LIS professionals about 4th IR in Bangladesh
- ✓ Ascertain their knowledge about ICT skills
- ✓ Find out the best combination of ICT skills which will help LIS professionals to survive even in the disruptive situation

Research Questions

The following questions have been raised to guide the study:

- ✓ What are the levels of knowledge of the LIS Professionals about 4th IR?
- ✓ Do they have any positive attitude to embrace the latest technologies associated with 4thIR?
- ✓ What kinds of soft skills do they require to face the challenges of the 4thIR?
- ✓ What kinds of supports/training they require to survive in the 4thIR era?
- ✓ What is the extent of librarians' awareness of the existence of the technological innovations associated with the 4th IR era?

Review of the Literature

In 2018, Xing et. al. said that not all but only the low-skilled workers will be replaced by machine. But

if they prepare themselves with training and education to cope with the changes, machine cannot replace them. Human and machine should work simultaneously with a view to achieve the maximum benefit (Cronje, 2018). Humans are indispensible even a full-fledged automated organization. Humans have the capacity to upgrade their skills by taking over the jobs when automation fails. According to Bernard, 2017), robots could take over jobs of 800 million people by 2030, however, the World Economic Forum (WEF, 2018) asserted that skill revolution could open ways for new opportunities, also more employees need skilling and re-skilling in order to fit in the 4thIR (Jabur, 2019).

Transformation from manual to automation has been increasing unemployment problems in many organizations. Meanwhile robots and AI occupies a good position in the reputed multinational companies. People need hi-tech skills to deal with these. Some people are losing their jobs due to absent of the new skills (Gekara and Snell, 2020; Howard, 2019; Webster and Ivanov, 2020). Computers have already replaced data processing and dissemination systems and make the decision making tasks easier. As a result, human capacity to perform multiple functions has increased. They can do SWOT analysis of the opponent's business and make strategic decision quickly. In the era of 4thIR, the world needs technical hands with soft skills. LIS professionals have the soft skills as they have to deal with data and information. They are responsible for creating, collecting, processing, disseminating, preserving, maintaining, evaluating and retrieving data or information in an organization with a view to achieve the organizational goals. Engerer and Sabir 2020) explored both operational and managerial roles of the LIS Professionals in their research. They explained that a research librarian helps individual researchers, an information specialist delivers the desired tools for networking and resource sharing in research and; an information manager develops information infrastructure in identifying the research areas. The disruptive changes of the technology may paralyze multinational company's business market via replacements of high innovations, value of products, hi-tech services. In spite of the use of AI in the largest organizations, LIS professionals are not yet in danger for losing jobs. Research at University of Oxford in 2013 showed that 47% of jobs in the US could potentially be done solely by machines within 10–20 years (Frey and Osborne, 2017). The research offers hope that new sectors will open more jobs in IT and software development. Academicians and organizational leaders have given opinion that changing role of the job market is a continuous process as technology is changing rapidly. The society should adapt with such changes. The employees need to move to new sectors with a view to survive in this 4IR. ICT has a massive impact on LIS profession, no doubt. It affects how we do things, not why we do the tasks (Christensen & Overdorf, 2014). LIS professionals are worried because they think that AI, Machine language, robotics, IoT and other smart technology may replace the job of those professionals who are less capable of handling these technologies. LIS Professionals require developing new service models to satisfy the users. A research article written by Dennis H. Ocholla et al. in 2016 entitled 'Readiness of academic libraries in South Africa to research, teaching and learning support in the Fourth Industrial Revolution' clearly mentioned that more than 23 services are identified in the libraries and information centres where full machine supports are needed. These include free Wi-Fi in the libraries; 24/7 study areas and access to library resources on and off campus; research commons; maker space; borrowing ICTs (e.g. laptops); e-resources; e-catalogues; research data services; open scholarship; resource sharing and networking, inter-library loan services, information literacy and reference/bibliographic tools, indexing and abstracting services, e-book delivery, library as a publisher, etc. With the above discussion as a backdrop, it becomes a fact that organizations need to invest in humans.

Methodology

Structured Questionnaire for Librarians

The survey has been designed with a total population of 340 LIS professionals from 50 academic institutions of which 20 are Public universities, 10 Private universities and 20 Honours Colleges affiliated under National University Bangladesh. Fraction of the sample size form different academic institutions are mentioned below:

Public libraries	20 (10 from each); so 20X10=	200
Special libraries	10 (10 from each); so 10X10=	100
Academic libraries specially Honours College libraries	20 Colleges (2 from each); so 20X2=	40
	Total	340

The author prepared a set of structured questionnaire and sent it to the librarians of the sample libraries for pre-testing their opinion. Pre-test was done successfully. Based on the pre-test, a few moderations were made on the questionnaires. The author subsequently made the questionnaire exclusively self-explained for acquiring information relating to 4thIR and librarians knowledge, attitude and practices in the context of Bangladesh. Then the questionnaires were sent to 500 librarians working at the representative sample libraries for collecting data and information, of which 340 were duly completed and found useable which were analyzed for the purpose of the study. Therefore the response rate was 68%. The data collected for this study was analyzed using simple percentage/frequency count sand weighed mean. Provision was made in the questionnaire to gather information on various variables like general information of the libraries, automation facilities, automation services, internet facilities, manpower, library collections, activities performed, knowledge about 4th IR, probable challenges, attitude to face the challenges, areas of training, existing practice to handle new technologies and the ICT service offered. Attempts were made to know the LIS professionals' knowledge, attitude and practices concerning 4thIR in Bangladesh. These have also been considered as variables of the study. The data collected for this study was analyzed using simple percentage/frequency count sand weighed mean.

Findings of the Survey

Table-1: Percentage distribution of the LIS Professionals by gender

Gender	Frequency	Percentage (%)
Male	157	43.6
Female	183	53.8
Total	340	100.0

The frequency distribution of LIs professionals, according to their gender in Table 1 reflects that number of female is higher than the male.

Table 2: Percentage distribution of the LIS Professionals by age

Age Range	Frequency	Percentage(%)
18-30	34	9.8
31-50	256	75.3
51-65	50	14.9
Total	340	100.0

Table 2 shows the frequency distribution of the LIS Professionals by their age. Librarians of the middle ages which ranges from 31-50 years age is found the highest frequency of 256 (75.3%). Librarians age ranging from 51-65 years is found 50 (14.9%) whereas the young LIS professionals who are below 30 years is 34 (9.8%) respectively. This reflects that large numbers of LIS Professionals in Bangladesh are in the middle age (31-50years).

Table-3: Experience of the LIS Professionals

Work Experience	Frequency	Percentage(%)
0-5 years (less experienced)	72	21.2
Above 5 years(more experienced)	268	78.8
Total	340	100.0

Table 3 reveals that the highest number of LIS Professionals (78.8%) have been working for more than 5 years followed by 72 (21.2%) professionals, working for 0-5 years (less experienced). Therefore, it can be surmised that large number of LIS professionals in the academic libraries of Bangladesh are experienced. It also indicates that they are capable of adopting technological changes as they are in their job for a long time.

Research Question 1: What are the levels of knowledge of the LIS Professionals about 4thIR?

Table 4: Level of knowledge about the 4thIR

S.N.	Knowledge about the 4th IR technological terminologies	Excellent Very High Extent	Good High Extent	Medium Low Extent	Low Extent	Weighted Mean
1	Awareness of the existence of digitization technology	125	197	14	4	1.72
2	Awareness of the existence of Artificial Intelligence (AI)	6	11	161	162	0.80
3	Awareness of the existence of robotic technology	28	154	94	64	1.20
4	Awareness of the existence of block chain technology	9	21	187	123	1.70
5	Awareness of the existence of 3D printing technology	49	64	164	63	2.07
6	Awareness of the existence of cloud computing technology	32	61	184	63	1.9
7	Awareness of the existence of Network security technology	44	51	180	65	1.88
8	Awareness of the existence of space technology	16	34	187	103	1.9
9	Awareness of the existence of Internet of things	35	55	194	56	1.75
10	Awareness of the existence of Library automation and OPAC technology	245	70	23	2	1.38
11	Awareness of the existence of Institutional Repository technology	96	144	92	18	2.42
12	Awareness of the existence of RFID technology	23	84	164	69	2.20
13	Awareness of the existence of mobile computing technology	95	160	72	13	2.12
	Weighted Mean					1.20
	Standard Mean					1.25

Table 4 demonstrates that a weighted mean of 1.20 is less than the standard mean of 1.25 which reveals that the level of knowledge of the LIS Professionals regarding 4th IR is low to some extent.

Research Question 2: Do the LIS professionals have any positive attitude to embrace the latest technology associated with 4th IR?

Table 5: LIS professionals attitude for embracing the latest technologies related with 4thIR for providing effective information services

S.N.	LIS Professionals attitude towards:	Highly Positive	%	Positive	%	Highly Negative	%	Negative	%
1	Cope-up with the changing technologies	218	64.1	122	35.9	00	00	00	00
2	Keep pace with the transformation from traditional to innovative library services	276	80	64	20	00	00	00	00
3	To be proactive of users technological supports	220	65	120	35	00	00	00	00
4	Capable to provide hi-tech library and information services	300	90	40	10	00	00	00	00
5	Capable to handle digital library	232	68	108	32	00	00	00	00
6	Capable to provide resource-sharing and networking nationally and internationally	210	62	130	38	00	00	00	00

Table 5 reflects that none of the respondents shows highly negative and negative attitude to cope up with the changing technologies related with 4thIR. Whereas, the majority (64.1%) of the respondents shows highly positive attitude and 35.9% shows positive mentality to cope-up with the changing technologies to face the challenges of the 4thIR. Also, 80% of the respondents agreed to keep pace with the transformation from traditional services to innovative library services while 20% of the LIS professionals show positive attitude and none found to have negative attitude on that point. 220 respondents out of 340 are highly positive to be proactive in providing technological supports to the users, while 35% of the respondents show positive attitude. It needs to be mentioned that none of the respondents found negative on this point.

90% of the respondents are highly positive about the fact that they are capable of providing hi-tech library and information services based on the demand of the users while only 10% of them have shown positive attitude and none of the respondents were found negative on that issue. 68% of the respondents are highly positive to handle digital library while 32% LIS professionals expressed simple positive attitude on it and this ius heartening that none were found negative on this point. 62% of the respondents expressed highly positive attitude towards providing resource-sharing and networking at national and international levels using technology. While 38% of them showed simple positive attitude to collaborate with the libraries and none of the respondents have shown negative attitude regarding this issue.

Research Question 3: What kinds of soft-skills they prefer to face the challenges of the 4th IR?

Table 6: Soft Skills which are preferred by the LIS professionals in Bangladesh

S.N.	Soft Skills for LIS professional:	Highly needed	%	Needed	%	No Need	%	No need at all	%
1	Computer literacy skills	135	40	105	31	100	29	00	00
2	Library Software handling/searching skill	53	16	40	10	155	47	92	27
3	New service innovation skill	242	71	98	29	00	00	00	00
4	Automation skill	89	26	60	18	146	43	45	13
5	Management skill	10	3	64	19	214	63	52	15
6	E-library services	178	52	162	48	00	00	00	00
7	Digital Library Services	162	71	98	29	00	00	00	00
8	Own service delivery skill through ICT	262	77	78	23	00	00	00	00
9	Skill about PPT and on-line services	223	66	117	34	00	00	00	00
10	Information literacy skill	248	73	92	27	00	00	00	00
11	Ability to operate scanner, digital equipment etc.	206	61	134	39	00	00	00	00

In Table 6, most of the soft skills being mentioned are very common for LIS professionals. While the study intended to know about the Computer literacy skills, 135 (40%) of the librarians replied 'it is highly needed'. 211 (31%) of the respondents felt its necessity while 198 (29%) of them mentioned 'no need' and none found to have disagreed on the point. Few professionals (16%) expressed the importance of Library Software handling/searching skill strongly. 10% of the respondents 'agreed' while majority (47%) of the LIS professionals expressed 'negative' and 27% mentioned 'strictly negative' on this issue. Regarding 'new service innovation skills' in the library, 242 of the respondents have expressed their positive feedback which is majority in number. 29% respondents generally agreed while none of the respondents found to have disagreed and strongly disagreed respectively on this point. Only a few, 3% and 19% of the respondents were found to be confidently positive and mildly positive respectively about Automation skills issue while most of the respondents (63%) and 15% of the respondents disagreed and strongly disagreed respectively on that point. 52% and 48% of the respondents strongly agreed and agreed respectively on E-library services issue which is the highest in number,. while none found to have disagreed or strongly disagreed with it. Table 6 also shows that majority of the respondents which are 162 (71%) and 98 (29%) expressed the need for Digital Library Services, where none found to have disagreed to that. 77% and 23% of the LIS professionals thought that they should deliver their own services through ICT. There is none who disagreed with it. 223 (66%) and 117 (34%) of the respondents strongly agreed to have skills about

PPT and on-line services. Regarding Information literacy skills, 73% and 27% of the LIS professionals expressed common consent which revealed their positive attitude respectively and none of the respondents were found to have difference of opinion on that issue. Table 6 also reveals that 61% and 39% of the LIS professionals strongly agreed to have the ability to operate scanner, digital equipment etc in the library. None have differed on the point.

Finally, Table 6 reflects that the soft skills which are attractive to the majority of the LIS professionals in the current context of Bangladesh are computer literacy skills, library software handling/searching skill, new service innovation skill, automation skill, management skill, e-library services, digital library services, own service delivery skill through ICT, skill about PPT and on-line services, information literacy skill, ability to operate scanner and digital equipment etc.

Research Question 4: What kinds of supports/training they require to survive in the 4thIR era?

Table 7: Supports/Training required by LIS Professional to face the challenges of the 4thIR in Bangladesh

S.N.	Supports/Training required by LIS Professional to face the challenges of the 4thIR in Bangladesh are:	Very High Extent	High Extent	Low Extent	Very Low Extent	Weighed Mean
1	Adaptability	211	37	79	13	1.61
2	Tech Savviness	291	31	16	2	1.16
3	Creativity	242	30	48	20	1.40
4	Data Literacy	260	20	50	10	1.30
5	Digital Skills	205	30	84	21	1.65
6	Leadership	278	26	12	24	1.21
7	Emotional Intelligent (EQ)	292	36	08	4	1.16
8	Commit to a life-long learning	211	38	77	14	1.61
	combined Mean					1.75
	standard Mean					1.25

Table 8 demonstrates that 1.75>1.25. It means combined mean is greater than standard mean which reflects that the above-mentioned training/support will help the LIS professionals a lot to keep pace with the rapidly changing technologies and with the rapidly changing context as well. Thus they will be resilient to face the challenges of the 4thIR.

Analysis

It is an interesting finding that LIS profession in Bangladesh attracts more female members than male. Due to the nature of the job and the context of the country's culture, females are feeling comfortable where they can contribute a lot. They find library or knowledge centre a good place to work in. The middle aged people ranging from 31-50 are higher in number who is working in the libraries of Bangladesh. They are experienced enough as Table-3 shows that 78 (8%) of them are working in the libraries for more than 5 years. The level of librarians' knowledge regarding 4th IR is low as in weighed mean is less than standard mean. Table 4 reflected it clearly while the study has asked to the respondents about the knowledge of the 13 indicators which are co-related with the 4th IR. This finding complies with the services of the academic librarians (especially the Honours college libraries) who are not yet been capable to handle any library software, MSWord, MSExcel, database management software etc. This is the result of the poor knowledge and awareness about technologies. Most of the LIS professionals have shown positive attitude to cope with the changing

technologies to face the challenges of the 4thIR. Maximum number of respondents agreed to deliver innovative services instead of traditional ones. They are committed to provide proactive technological services for their users. Regarding soft skills which are attractive to the LIS professionals of Bangladesh, most of them agree that they need training on Computer literacy skills, Library Software handling/searching skill, New service innovation skill, Automation skill, Management skill, E-library services, Digital Library Services, Own service delivery skill through ICT, Skill about PPT and on-line services, Information literacy skill, Ability to operate scanner and digital equipment etc. The findings of the Table 7 demonstrates that most of the LIS professionals in Bangladesh require training on Adaptability, Tech-Savviness, Creativity, Data Literacy, Digital Skills, Leadership, Life-long Learning and Emotional Intelligent (EQ) for surviving in the 4thIR. The aforesaid training will build their confidence and accordingly they will be resilient to face the upcoming challenges of the 4th IR.

Concluding Remarks

In 2018, Honourable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina announced that each year 5 February will be celebrated as 'The National Library Day of Bangladesh'. Through this, she has given dignity to the LIS professionals who think themselves as a much marginalized profession due to many reasons such as their salary, grade and social status. Another milestone is that around sixteen thousand assistant librarians who are working in the MPO (Monthly Pay Order) registered secondary schools across the country got "Teacher" status in 2021. It is undoubtedly a revolutionary decision of the government which enhances the value and dignity of the school librarians in the society. Still some problems are sure to crop up regarding technologies during the 4thIR. The study offers some suggestions to resolve these problems: (a). there should be exclusive budgetary provision for training the LIS professionals; (b). status of the LIS professionals must be upgraded; (c) the library authority should adopt new technologies in the libraries so that their staffs can be familiar with the new technologies to face the challenges of the 4thIR; (d). all libraries including but not limited to school, college, madrasha, university, NGOs, public, non-public, special etc. should be automated; (e). an integrated network of the LIS professionals should be formed forthwith; (f). orientation of new users should be made a regular exercise so that they can be acquainted with the use of different e-resources within local and other networks; (g) countrywide library education must be launched which will be started from the secondary school level; (h). all academic institutions should have a library with a professional librarian complying with the declarations of the present Prime Minister; (i). their grade, rank and level should be fixed-up for reducing discrimination; (j). recruiting LIS professionals at all the vacant posts.

Overall, the present scenario of the LIS professionals in Bangladesh is not encouraging. The weaknesses inherent to the current system should be identified and prompt action must be taken to solve the problems. In the 4thIR, people will rapidly produce more result with the help of a machine. Many people in the library field argue that the industrial revolution will create unemployment in librarianship. But, by equipping librarians and information professionals with latest technology and artificial intelligence, their jobs can be done more easily. The librarians can reshape their job by trying to achieve more skills. LIS Professional Organizations in Bangladesh should convince administrators at the higher level about the importance of the librarians to face the challenges of the 4thIR. This includes education, motivation, awareness raising, perception changing of the community people about the status of the librarian, etc. However, if the library professionals themselves are not fully proficient in the new techniques and technologies, they will never be able to convince the policy makers. Therefore, their own level of skill and education should be continuously upgraded to keep pace with the latest developments in library and information science. Under this learning process, library professionals will be able to enhance their career prospects by upgrading their skills continuously. Libraries and Librarians should also keep themselves abreast of the latest technologies

to provide optimal services in minimum time.

We have just crossed second decade of the 21st century facing the coronavirus pandemic as well as many severe problems. The third wave of corona pandemic (omicron) has hit Bangladesh seriously. Ensuring timely information services for this huge portion of the humanity need to be put in place (Mutula and Majinge, 2016). How this will be planned and implemented is a matter of great importance and it is safe to presume that, this matter will continue to draw the attention of information and development enthusiasts all over the world in the coming days as well. Through this survey, an attempt has been made to draw a realistic picture. The study has taken an attempt to explore the knowledge, attitude and practices of the LIS professionals in Bangladesh concerning 4thIR. The outputs of the study would be a milestone for creating a knowledge based-society even in the era of 4thIR if government and other policy makers of Bangladesh follow this idea for ensuring the sustainable development of the LIS professionals and the information infrastructure in Bangladesh as well.

Why this International Conference on 'The Role of LIS Professionals in the 4thIR' is needed?

In the last decade, Bangladesh has reached a unique height. To realize the potential of 4thIR in Bangladesh, especially to achieve the Vision-2041 of the present government, role of LIS Professionals need to be addressed. This can be accomplished by organizing such kind of international conferences, where researcher will present their papers in the area of 4thIR from the perspective of cyber-physical space. The main focus of the conference will look for the answers of the following questions:

- How should LIS professionals develop new and rapidly changing skills needed for the 4thIR?
- Which skills are going to become more important in the LIS sector?
- What could be the role of LIS Professionals addressing the needs of the potentially large number of people who could become unemployed as a result of the 4thIR?
- How the impact of LIS profession can be evaluated in the era of 4thIR?
- How can the government be persuaded that they should support the LIS profession in particular to develop the response to the 4thIR?

In addition, renowned academics from all over the world have been invited to present paper on the various themes of 4thIR. The presence of key persons in various sessions of the conference would play an important role to develop appropriate ways out to realize the potential of 4thIR in Bangladesh. The outcome of this conference will consist of concrete recommendations to implement 4thIR in LIS sector of the country so that the Vision-2041 could be achieved.

Hence, it can be argued that our LIS system is not equipped with appropriate tools enabling the realization of the huge potential of 4thIR. Taking the above view point into account, Library Association of Bangladesh (LAB) as the apex body of LIS professionals is going to organize a two-day long International Conference on 'The Role of LIS Professionals in the fourth Industrial Revolution' in between 10th and 11th February, 2022 to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the golden jubilee of the independent Bangladesh. This conference will create a tremendous momentum in the area of LIS education and research, especially to attract the young generation to this profession because this will work as an appropriate platform to link them with diversified areas of job markets in home and aboard. At this point, it is important to note that 20 world renowned library and information scientists as well as experts from abroad are participating in this conference to turn this event into a first of its kind academic landmark in the history of Bangladesh.

References

Bernard M., 2017. *'5 Simple tips to help you survive in the 4thIR'*. Retrieved from the site www.forbes.com dated 20/01/2022.

British Council Survey Report, 2015. *A Library Landscape Assessment of Bangladesh.* The study was commissioned by the British Council, in collaboration with the Government of Bangladesh, BRAC and the Bengal Foundation. Report Published in 2015, British Council, Dhaka, Bangladesh.

Carl F. & Michael O., 2015. 'Technology at Work-The Future of Innovation and Employment', Oxford Martin School and Citi, February 2015. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports.

Christensen, C. M., & Overdorf, M., 2000. *Meeting the challenge of disruptive change. Harvard business review, 78*(2), 66-77.

Cronje J. 2018. *The 4th Industrial Revolution and Library Practices in South Asia.* Available at: www.uj.ac.za/newandevnet/pages

Engerer and Sabir 2020. *A Research Paper on Information Professionals Going Beyond the Needful User in Digital Humanities Project Collaboration.* Published in the Journal of Information Science Theory and Practice, Vol. 8 No. (1). January, 2020. Retrieved from the site https://www.researchgate.net/publication/338449346 Dated 22/01/2022.

Fati, O.I., & Adetimirin, A., 2017. *Influence of computer literacy skills on OPAC use by undergraduates in two universities in Nigeria. International Journal of Academic Library and Information Science.* 5(1), 27 37,DOI:10.14662/IJALIS2017.002.

Gekara and Snell, 2020; Howard, 2019; Webster and Ivanov, 2020). *An article on 'Artificial intelligence: Implications for the future of work; published in the American Journal of Industrial Medicine. Vol. 62, No.4.* August, 2019.

Hussain, A. 2019. *Industrial evolution 4.0: Implication to libraries and librarians.* Library Hi-Tech News. Delhi, India.

Jabur, N., 2019. *'What role might libraries play in the fourth industrial revolution?' Journal of Information Studies and Technology,* 2(6). Toronto, Canada.

Schwab, K., 2016. *The Fourth Industrial Revolution. A text book Published by the World Economic Forum (WEF).* Geneva Switzerland.

Lom, M., Pribyl, O. and Svitek, M., 2016. *Industry 4.0 as a part of smart cities.* 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). IEEE. Doi:10.1109/SCSP.2016.7501015

Marwala, T., 2019. *Build libraries for the fourth industrial revolution.* Retrieved from file:///E:/4th%20 Industrial%20Revo/Build%20libraries%20for%20the%20fourth%.

Mutula, S. and Majinge, R.M., 2016, *"Information behavior of students living with visual Impairments in university libraries: a review of related literature"*, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 42 No. 5, pp. 522-528.

Ogunsola, L. A., 2011. *'Libraries as tools for capacity building in developing countries'*. The Journal of Library Philosophy and Practice. Retrieved April, 2012, from http://unllib.unl.edu/LPP/

Ocholla, L., Mutsvunguma, G. and Hadebe, Z., 2016, *"Readiness of academic libraries in South Africa to research, teaching and learning support in the Fourth Industrial Revolution"*, Asian Journal of Libraries and Information Science, Vol. 82 No. 2, pp. 11-19.

The Daily Star, 2011. *Citation has been quoted in the daily star from the speech of the then honourable prime minister in the International Conference,* Organized by Library Association of Bangladesh (LAB), September, 2011. Dhaka, Bangladesh.

World Economic Forum, 2016. *The future of jobs: Employment, skills and work force strategy for the fourth industrial revolution.* World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.

Change Management in 21st Century Libraries: Bangladesh Context

Dilara Begum
Associate Professor & Chairperson
Department of Information Studies and Library Management East West University, Dhaka, Bangladesh
Email: dilara@ewubd.edu

Kazi Mostak Gausul Hoq
Professor
Department of Information Science and Library Management University of Dhaka, Bangladesh
Email: kmgh.sharif@gmail.com

ABSTRACT

Libraries all over the world are grappling with a tsunami of changes which have had a significant impact on the functioning of libraries. Libraries are trying their best to adapt with changing attitudes and demands of information seekers whose view about the role of libraries in society is drastically different than that of their predecessors. In view of this momentous shift in the mindset of library users, the paper aims to review how library and information science (LIS) professionals are trying to manage the changes in an attempt to stay relevant in the 21st century. For collection of relevant data, the study applies quantitative method by using a semi-structured questionnaire served among 50 LIS professionals working in public, academic and research libraries. Besides, a Focus Group Discussion (FGD) is conducted with senior LIS professionals to gain an in-depth view of the current status and future trends of change management in Bangladeshi libraries in the 21st century. The study findings indicate that LIS professionals are fully aware of their new and emerging roles in the 21st century which necessitates acquiring communication, collaboration, critical thinking, leadership and social and cross-cultural skills, among others, to successfully cope with the changes. The study also reveals that although a sizable portion of LIS professionals are worried about the future of libraries and librarianship, majority of them are confident that, with the help of skills development and the application of new technologies, LIS professionals of Bangladesh will be able to adapt with the new reality of the 21st century and manage changes efficiently. Based on the study findings, it puts forward a number of recommendations for LIS professionals of Bangladesh to help them become successful change managers. The paper is expected to help LIS professionals and policy makers devise and implement realistic plans and programs for ensuring a more resilient and dynamic role of libraries in the modern society.

Keywords: *Change Management, 21st Century Libraries, LIS Professionals, Bangladesh.*

Digitization and Digital Services' implications in the 4IR: Library Perspective

Noman Hossain
Deputy Librarian, University of Dhaka, email: hnoman83@yahoo.com
Mohammad Shakaought Hossian Bhuiyan
Deputy Librarian, University of Dhaka, email: shakaought_bhuiyan@yahoo.com
Dil Ruksana Basunia
Deputy Librarian, University of Chittagong, email: dilruksana.auw@gmail.com
Md. Monirul Islam
Librarian, Army Medical College Chattogram, email: monir@amcc.edu.bd

Abstract

Purpose: The 4th Industrial revolution has great impact on automated work. The rapid growing of digitization and automation will have an enormous influence in library and information institutions. The purpose of this study is to review the implications of digitization and digital services as a result of the 4th Industrial Revolution.

Design/methodology/approach: Qualitative method that is based on a reassessment of the related literature was used in the study. The search was conducted using Google Scholar and Emerald databases. Authors' experience as well as their practical involvement in developing digitization process of library was experimented in the study. The recommendations are based on the review of more than 30 research papers together with interview with ten LIS professionals from top ten university libraries of Bangladesh. The research papers were searched using a string of relevant keywords that includes the 4th Industrial Revolution, Library Digitization, 4IR, Role of modern technology, 4.0, Challenges for libraries covering the period of last 12 years.

Findings: 4IR is the current trend in the use of high technology, which has affected many services in this age of globalization. Likewise, present library functions and practices have been strongly affected by 4IR. Opportunities in functions and services of future library improvement are delineated.

Research limitations/implications: The premeditated approach used in this study can serve the library practitioners and professionals to undertake a successful transition from traditional to technology based library and information services.

Originality/value: The study is among the first attempt to trace the implications of automation in 4IR being faced by academic libraries and library practitioners.

Keywords: *Digitization and digital service, implications, 4th industrial revolution, library, Bangladesh.*

Bibliometric Analysis on the Scientific Production of 4th Industrial Revolution and Library

Md. Monirul Islam
Doctoral Student, University of Dhaka, email: mislamdu193@gmail.com
Md. Nurul Islam
Doctoral Student, Nanjing University, email: nim.du@gmail.com
Dr. Rupak Chakrabarty
Department of Library and Information Science, Punjab University, Chandigarh, India, email: rupak@pu.ac.in

Abstract

Purpose: The main purpose of the study is to analyze the scientific publications published in scientific databases on 4th Industrial Revolution (4IR) and libraries.

Methods and materials: The researchers investigated the scientific productions that were produced during the last decade (2010 to 2021) and indexed them in the Scopus database. The databases were inspected by VOSviewer and Biblioshiny software for those documents related to the 4IR and library. The keywords used are "Industrial Revolution*" AND "Librar*". The database's total result is 178. The selection of years reduces the results to 98 articles. Some critical inclusion and exclusion criteria for this review were published articles in English and '4IR' and 'Library'. The review papers and articles were included in the review. Later, a careful screening was performed for each identified classification to determine relevant records, and only 81 studies were selected to be included to synthesize the review.

Result: The study found the largest scholarly publication were originated from the country 'USA' (n=10), 'South Africa' (n=8) and Indonesia (n=7). Most of the documents are journal articles (n=48). The study revealed that Library Hi Tech News provided the majority of the publications (n=06) and Journal Of Physics Conference Series and Library Philosophy and Practice were ranked 2nd (n=03) and 3rd (n=03) respectively. The research found the most productive organizations were Universiti Teknologi Malaysia ranked 1st (n=10), University Library ranked 2nd (n=8) and Konkuk University ranked 3rd (n= 8). The study found Matofska, B. (n=8) as the most productive author and 2022 (n=22) as the most productive year in the field. The co-occurrence analysis confirmed that the study formed 2 clusters where 'Industrial Revolutions', 'Artificial Intelligence', 'Fourth Industrial Revolution', '4IR' and 'Digital Libraries' are the top 5 keywords in the research field.

Conclusion: 4th Industrial Revolution and libraries is a hot topic in library and information science. This scientometric analysis illustrated the overall research flow and scenario along with research growth, productive authors, prolific sources and affiliations in the field that will show the research scholars path for future research.

Key words: *4th Industrial Revolution, library, bibliometric analysis*

Roadmap towards Achieving Universal Literacy and Its Role for Ensuring National Development, Social Security and Human Rights

Muhammad Omar Faruk
Principal Officer, Islami Bank Bangladesh Limited, farukdu321@gmail.com
Md. Monirul Islam Islam
Librarian, Army Medical College Chattogram, Bangladesh, monir@amcc.edu.bd
Md. Amranul Hoque
Lecturer, Hajigonj Ideal College of Education, Chandpur, amranbaiust@gmail.com

Abstract

Purpose: The prime aim ofthe study is to discover the way of achievinguniversal literacy for theadult populationto ensure theSustainable Development Goals in educationand identifyits role for national development, social security and human rightsglobally.

Background: Literacy plays an indispensable role in providing individuals the knowledge and life skills to improve their socio-economic status and general well-being. It also strengthens communication skills and builds self-confidence and self-esteem; all of which are necessary for making informed decisions for improved livelihoods.

Methods: The study is completedbased on literature review on national literacy roadmap of countries and regionswith 100% literacy in order to explore a sustainable and effective policy for developing countries.

Results: The analysis is aimed at making a customized literacy and life-long learning roadmap for the developing countries. Literacy has profound impact on national economic development as well as social security and human rights.

Implication:Literacy is a fundamental human right as well as a foundation for life-long learning and continued human capital development for inclusive and sustainable development. Literacy and development have a very close relationship. Evidence shows a very high direct linkbetween literacy rate and economic development of a country. It is proved that, the higher the literacy rate, the greater the socio-economic development.Hence, literacy not only empowers individuals, families and communities, but it also reduces poverty, improves quality of life, helps attain gender equality and ensures peace, democracy and sustainable development.

Conclusions: The study explained that literacy has huge impact on social security and human rights.The study proposes a roadmap for achieving total literacy in shortest possible time through national integration which will accelerate the rate of national development including economic development.

Keywords: *Universal Literacy,Social Security, Human Rights, Life-long learning, SDGs.*

Challenges to the modernization of Library and Information Services to keep pace with 4th Industrial Revolution and Beyond: Bangladesh Perspectives

Md. Fazlul Quader Chowdhury
Librarian, Sonargaon University, Dhaka
e-mail: fqdrchy@gmail.com
Md. Azizur Rahman, Ph.D
Additional Librarian, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Mymensingh.
e-mail: azizknu74@gmail.com
Razia Sultana
Library Officer, Sonargaon University, Dhaka
e-mail: razia8249@gmail.com

Abstract

Libraries play a vital role in the world of communications and education. Efficient learning, teaching and research mainly depends on library resources and proper services rendered by the library personnel. The numerous resources and services that libraries provide help people carry out their work, studies, and other activities. This article highlights how library professionals may adopt new attitudes, skills, and knowledge with the changing scenarios of the 4th Industrial Revolution (4IR). During the industrial revolution machines replaced human labor consuming less time. In the field of library and information, changes occur in various types of services such as from manual catalog to bibliographical database, from typing to word processing/data entry, and from physical hard book to electronic books. These technologies will help librarians to upgrade library services according to the needs of the users. The paper highlights the changes in the industrial as well as in the library and information sector from ancient to the modern age and beyond, especially in the context of Bangladesh.

Keywords : *Automation, Communication and Networking, Digital Library, Security and Safety, Industrial Revolution, Artificial Intelligence, Robotics, etc.*

Information Need and the Mode of Information Receiving During the COVID-19 Pandemic: A Study on the People of Motihar Thana, Rajshahi

Md Sujan Sarkar
Librarian
Ayat College of Nursing and Health Sciences
Maniknagar Biswa Road, Dhaka
E-mail: sujanislmru95@gmail.com

Dr. Partha Biplob Roy
Professor
Dept. of Information Science and Library Management
University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh.
e-mail: pbroy2000@yahoo.co.in

Abstract

This study aims to find out the types of information needed by the people of Motihar thana, Rajshahi during the COVID-19 pandemic. It tries to specify the health related information needed by the people in COVID-19 pandemic situation. It also identifies the procedures of securing information by the people of Motihar thana during the pandemic. This study found that the people of Motihar thana need information related to health, weather, job, household, medicare and education. The study also found that the people of Motihar thana need health information regarding fever, cold, headache, sore throat, dry cough, shortness of breath and fatigue during COVID-19 pandemic. The study revealed that the people of Motihar thana collect information physically and digitally by using computer, mobile, telephone as well as different social media.

Keywords: *Information, Information need, Information seeking behaviour, Information getting system, COVID-19 pandemic.*

Application and Effectiveness of OPAC in Private University Libraries of Bangladesh: An Assessment

Dr. Jayanti Rani Basak
Professor
Department of Information Science and Library Management
University of Rajshahi, Bangladesh-6205
Email: jbasak05@yahoo.com

Md. Delwer Hossain
Student of Master's in Social Science
Department of Information Science and Library Management
University of Rajshahi, Bangladesh-6205
Email: piyasraj13@gmail.com

ABSTRACT

Purpose– OPAC is the modern and flexible form of the catalogue, usually instantaneous and sophisticated access to any recorded information with a computer. It is a basic tool of information retrieval system for which university libraries especially digital library can get more effective result to show the entire collections to the patrons. The present study aims to examine the application and effectiveness of OPAC in Private university libraries of Bangladesh. Other objectives of this research are to find out the problems and gather suggestions regarding OPAC by the users of sample libraries.

Design/methodology/approach– To achieve the goal both quantitative and qualitative techniques especially participant observation were applied in this study. Survey method was used in this research for gathering important data from sample population. The study conducts a survey based on a set of structured questionnaire on 60 respondents selected by random sampling method from two leading private universities in Bangladesh.

Findings– The research finds that a large number percentage user searches OPAC for issuing books and obtained reference and also for course related reading materials. Most of the respondents

(NSU 53.13% and EWU 85.71%) are satisfied with existing OPAC search interface. The main problem is that user needs more training or human assistance for getting desired searching results. This paper concludes with providing suggestions for upliftment of effectiveness of OPAC. The findings of the study have been presented in total 26 tables and figures with detailed explanations.

Originality/value– This research finds out the actual usage of OPAC and provides some recommendations for the sample university libraries to render better services to the library users, which may assist in enhancing the provision for transforming to digital library services.

Keywords: *Bangladesh, Bangladesh, Digital library, OPAC, Private University libraries, User satisfaction*

Visualization and Scientometric Mapping of Global Artificial Intelligence Research during the period from 2010 to 2019

Md Kaiyum Shaikh
*Research Scholar (M.Phil.), Department of Library and Information Science, University of Kalyani, Kalyani-741235, Nadia, West Bengal India,
Email-shaikhkaiyum1991@gmail.com

Sibsankar Jana
Assistant Professor, Department. of Library and Information Science, University of Kalyani, Kalyani-741235, Nadia, West Bengal, India,
Email-sibs_jana@yahoo.com

ABSTRACT

The present paper is a scientometric and visualization study of global artificial intelligence research. The data are retrieved from the Web of Science at the end of December 2020. The period deliberated for the study is from 2010 to 2019. It is found that a total of 16579 papers were published in the field of artificial intelligence during this period. An analysis has been made and the following results are concluded and that the research productivity on Artificial Intelligence exhibits a gradual growth from 2010 to 2019. MS-Excel worksheet, Bibexcel, and Bibliometrix Package in RStudio statistical software were used for data analysis. Various results are drawn based on the relative growth rate, most relevant sources, most relevant authors, degree of collaboration, corresponding authors' country and publications, most cited countries, most relevant affiliations, the keywords co-occurrence analysis, and density visualization. The relative growth rate fell from 0.76 in the year 2011 to 0.42 in the year 2019 It is found that the Degree of Collaboration is 0.85during the period of study. China registered as the most productive country with 3160 global publications. The researcher from Islamic Azad University published the highest number (310) of articles and the author Zhang Y has published (62) maximum publications. A cluster map of co-occurrence was also created using the VOSviewer software mapping technique.

Keywords: *Artificial Intelligence, Visualization, Scientometric, Global Publications, VoSViewer*

The Role of LIS Professionals in Improving Information Services to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)

Dr. Md. Azizur Rahman
Additional Librarian
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal-2224, Mymensingh, Bangladesh.
E-mail: azizknu74@gmail.com /azizknu@yahoo.com

Dr. Subrata Biswas
Central Library
University of Kalyani
Nadia-741235, West Bengal, India.
E-mail: subratakucl07@gmail.com

ABSTRACT

Libraries play an important role in society as gateways to knowledge and culture. The resources and services they provide create opportunities for learning, support literacy and education; help shape new ideas and perspectives critical for creative and innovative societies. The introduction and application of information and communication technology has expanded the scope of the library beyond information storage to a dynamic engine that provides access to information, databases and virtual dimensions. The Sustainable Development Goals (SDGs) aim to reduce human suffering through clear goals and targets that rely heavily on information services. LIS professionals must now move beyond traditional methods of information collection and dissemination to retrain, retool and repackage their services to enhance information services to meet the SDGs. Professionals can achieve this through literacy education and the use of social media platforms as tools for information gathering, recording, packaging and dissemination. This article assesses the role of LIS professionals in improving information services to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Key Words: *LIS Professionals, Information Service, Skills, Sustainable Development Goals (SDGs)*

Knowledge Representation in Domain Ontology

Mita Paul
Librarian, Karimpur Pannadevi College, Nadia, West Bengal, India
Email- mita.sumi@gmail.com

Dr. Sibsankar Jana
Assistant Professor, Department of Library & Information Science
University of Kalyani, West Bengal, India
Email- sibs_jana@yahoo.com

ABSTRACT

The main objective of this paper is to implement the knowledge organization of a domain of discourse and to show the mechanism of formalizing the concepts through description logic ALC. Domain ontology on "Movie" has been proposed and its knowledge representation has been formalized with atomic concepts, relations and their instantiation counterparts.

Key Words: *Knowledge Representation, Ontology, Domain Ontology, Description Logic*

Modern ICT Tools & Techniques: eResource Sharing in Libraries(SDGs)

Saddam Hossain
Research Scholar
Department of Library and Information Science, Annamalai University, Annamalai Nagar, saddamhossain654@gmail.com

Dr. M Sadik Batcha
Professor and University Librarian
Department of Library and Information Science Annamalai University, Annamalai Nagar, msbau@rediffmail.com

ABSTRACT

This paper is an attempt to explore the important roles of Information and Communication Technology (ICT) in the provision of management and library services. ICT s a diverse set of technical tools and resources - used to create, store, manage and communicate information. For educational purposes, ICTs can be used to assist in teaching and learning as well as research activities, including collaborative learning and exploration. The ICT tools provide new opportunities for libraries to improve library resources and to meet the needs of users. To manage ICT, library information professionals must have the latest skills. They need to have unrivalled knowledge and skills about rapidly changing information communication technology to provide a better library service.

Key Words: *ICT tools, Web 2.0, Web 3.0. Social Media, Internet, Library.*

Information Professionals' Expectations and Perceptions on IoT based Smart Library

Md. Yousuf Ali
Assistant Librarian, Institute of Social Welfare and Research,
University of Dhaka, Dhaka-1000,
&
Organizing Secretary, Library Association of Bangladesh (LAB), Bangladesh.
Email: animdu01@gmail.com

Md. Mehedi Hasan
Department of Information Science and Library Management
University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh
Email: mehedi1995.du.ac.bd@gmail.com

ABSTRACT

Internet of Things (IoT) is an emerging technology of various devices connected with each other. Usage of IoT in library has brought about revolutionary changes in library resource management by providing better services and ensuring better library environment. IoT based Smart Library saves the time of participants by ensuring sound environment in the library. The aim of the study is to represent the present scenario of IoT based smart libraries and their implications in the library field. To collect necessary data, survey method was applied with the help of a structured questionnaire. Both qualitative and quantitative data were analyzed using SPSS and MS Excel. IoT tools like RFID tags, NFC chip, NFC devices, pad sensors, magic mirror, WLAN, WSN, and high-speed internet are used to improve resource management as well. The study findings indicate that applications of IoT in the library satisfy the demand of the users substantially. This study explores usefulness and impact of IoT in library management. Moreover, the paper tries to present some challenges in future and also offered valuable suggestions in order to overcome these obstacles.

Key Words: *Internet of Things, Smart Library, and IoT based Smart Library, RFID, WSN, Pad Sensor, UMTS, Magic Mirror, Cloud storage.*

Remodeling the Role of LIS Professionals and Libraries of Bangladesh in the Era of 4th Industrial Revolution

Dr. Md. Zillur Rahman
Librarian, Ahsanullah University of Science and Technology
Email: zrahman@aust.edu

Sonia Naznin
Assistant Librarian, Ahsanullah University of Science and Technology

Maria Sultana
Cataloguer, Ahsanullah University of Science and Technology

Abstract

Purpose
The purpose of this paper is to assess the impact of 4IR on LIS professionals and in libraries and information centres and addresses relevant issues like redesigning of LIS curriculum as a result of 4IR.

Design/Methodology/Approach
The paper used a blended method with the help of structured interviews and by applying qualitative method. Based on the predefined research questions, sector-wise reviews of literature were also done to know about the diverse force and impact on the library and information sectors.

Findings
The research finds a broad spectrum of impact on LIS profession as well as on libraries. The core functions of libraries have changed and have been replaced by technology based functions. LIS professionals heavily depend on modern technologies to meet the demand of their patrons. Patron's information seeking behavior has changed with the advent of makerspaces, block chain technology, augmented reality, cloud computing, and artificial intelligence. The paper also investigates the "major challenges affecting libraries in embracing Library 4.0, that is, chronic financial constraints, inadequate infrastructure, resistance to change, and technical skills deficiency and possible recommendations to overcome these challenges are highlighted (Chigwada, 2021),".

Research Limitations/Implications
The finding of this study may help policy makers, academicians and practitioners in planning a successful model for smooth transition from 4IRs to Library 4.0.

Practical Implications
The study will guide present and future library services in Bangladesh. The conceptual model provides an agenda for further discussions and deliberations.

Keywords: *4IRs, Bangladesh, Digitization, Artificial Intelligence, Innovative Technology, Library New Role, Paradigm Shift.*

Evaluation of Open Educational Resource Repositories

Nadim Akhtar Khan
Department of Library & Information Science
University of Kashmir, India

Prof S M Shafi
Department of Library & Information Science
University of Kashmir

Abstract

Open educational resources drive a fundamental shift towards understanding education (Peter & Farrell, 2013). OER initiatives aspire to provide open access to high-quality education resources globally. From large institution-based or institution-supported initiatives to numerous small-scale activities, OER-related programs and projects have been proliferating over the past few years (Madiba, 2018). The most significant benefit of OER is that experts worldwide can collaboratively improve materials and curricula with less duplication of effort. The increased availability of high-quality learning material makes students and educators more productive. OER makes them more active in the educational process by working with resources that specifically allow adaptation and re-mix (Butcher, 2011). Low or no-cost access to quality learning and teaching material positively impacts education in the developing world and helps to equalize access for disadvantaged learners (Lambert, 2020).

There has been an increase in the availability of OER globally with particular focus on open courseware from different universities (Wood & Peltz-Steele, 2021). Dinevski (2008) believes that OER are the parts of knowledge that comprise the fundamental components of education – content and tools for teaching, learning and research. According to Richter and McPherson (2012), OERs can play a fundamental role in supporting educational development throughout the world. Following Geser, 2007, Schaffert and Geser (2008) state that OERs are an essential element of policies that want to leverage education and lifelong learning for the knowledge society and economy. Stacey (2007) says that the dearth of educational resources can be overcome by providing access to Open Educational Resources. The most important reason for harnessing OERs is that openly licensed educational materials have tremendous potential to improve the quality and effectiveness of education (Butcher, 2011). These tools allow users to adopt resources following their cultural, linguistic, curricular and pedagogical requirements. The vision of OER resides not only in the digitized information itself but also in its effective use and the methodological approaches and mechanisms that manage and ascribe meaning to it (UNESCO, 2020). The availability of OER repositories for promoting open education in different subject areas at the global level has been gaining momentum over time. These repositories host educational materials in varied formats for different types of users and come with different features. Hence the study attempts to trace the trends in the growth of select Open Educational Resource Repositories and analyze different aspects like prominent contributors, operational status, interface availability, repository types, and content hosted, etc. for suggesting improvement at different levels.

"Media and Information Literacy" Awareness among Undergraduate Students of a Private University in Bangladesh

Abdur Rahaman Sumon
Lecturer, Department of Information Studies & Library Management
East West University. Email : arsumon@ewubd.edu

Tabassum Hossain
Undergraduate Student
Department of Information Studies & Library Management
East West University. Email: 2018-1-44-006@std.ewubd.edu

Abstract

Purpose: The main focus of this study is to assess the current status of awareness level regarding Media and Information Literacy among undergraduate students of East West University (EWU), Bangladesh. The study also intended to identify various problems faced by university students due to lack of Media and Information Literacy knowledge as well as the measures to be taken to remove those problems.

The study also aimed at highlighting the necessity of integrating compulsory "Media and Information Literacy" courses into the mainstream education curriculum of Bangladesh.

Methodology: A structured questionnaire was developed, designed with the help of Google Form, and distributed among the respondents. The questionnaire was distributed among 655 undergraduate students of East West University through social networking sites, emails, and using personal networks. A total of 587 (N=587) responses were returned that shows an 89.6 percent response rate. The data was collected, compiled, and processed with the aid of Google Forms and after that, it was analysed in statistical software SPSS as well as Microsoft Excel. Both quantitative and qualitative data were gathered. Qualitative data was analysed thematically.

Findings: The study reveals that, the current awareness level regarding "Media & Information Literacy" competency skills among the undergraduate students of East West University is not very high. Out of 587 undergraduate students, 66.61% know how to evaluate information. 59.97% of students always cross check the information source. Only 38.16% of students knew about some fact-checking sites. Only 40.89% of students use Verification/Educational Tools to cross check the information they get from media. 64.9% of respondents were found to be familiar with the term "Media and Information Literacy". Only 26.75% of students knew about "Media Literacy" competency skills, which is quite disappointing. 54% of students said that they had been harmed by fake information because they could not identify the difference between right and wrong information. 45%

of students informed that, they shared misinformation unwillingly with their close ones without checking the source. This might happen because in Bangladesh there is no MIL Policy. In addition, in our country MIL courses are not directly integrated into the mainstream education curriculum.

Research Limitations: The findings of this study are limited to one case which is the undergraduate students of East West University. Due to the time constraints, the researchers could not widen the scope of the study. This study can be broadened further by increasing its scope.

Keywords: *Media, Media Literacy, East West University, Media & Information Literacy, Undergraduate Students.*

Electronic Theses and Dissertations in Public University Libraries in Bangladesh: A Study

A. K. M. Eamin Ali Akanda
Associate Professor, Department of Information Science and Library Management
Rajshahi University, Bangladesh, e-mail: akanda.eamin.76@gmail.com

Md. Biplob Hossain
Library Assistant (Cataloguer) , Chief Judicial Magistrate Court, Kustia
Bangladesh, e-mail: biplobislm95@gmail.com

Md. Mahbubul Islam
Associate Professor, Department of Information Science and Library Management
Rajshahi University, Bangladesh, e-mail:mahbubsmail@gmail.com

Md. Nazmul Hasan
Associate Professor, Department of Information Science and Library Management
Rajshahi University, Bangladesh, e-mail:nhasan177@gmail.com

Abstract

Objectives:

This investigation tried to review the existing scenario of electronic theses and dissertations in public university libraries in Bangladesh as well as to identify the tools and techniques used for ETD programs in libraries. It also aims to figure out the challenges in developing ETD programs in public university libraries in Bangladesh.

Methodology:

This study employed survey research as research strategy. It includes four renowned public university libraries such as RUCL, RUETL, KUETL and BUETL. From these libraries, 17 library professionals have been selected purposively as key informant of this study, and an e-mail questionnaire has been sent to them for collecting data. The questionnaire comprised both open ended and close ended questions, using the likert scale. In order to get quick response, e-mail reminder has been sent to the respondents. After receiving feedback, quantitative data were analyzed using SPSS and MS Excel software packages. The study used coding method for analyzing the open ended questions,

Findings:

Most of the Library professionals have a clear perception about ETD. It is evident that ETD helps to employ cataloguing interface for integrated retrieval of materials as well as provide easy and effective services for the users.Majority of the respondents have available

ICT infrastructural facilities to develop ETD programs. For implementing ETD system in libraries, they have online server system in their libraries. They have been submitting theses in electronic format as strategy for developing ETD while some of them have followed functional copyright policy. As part of submitting theses, they scan the hard copy and then upload the softcopy of theses.

In most of the participating libraries, library professionals have been using KOHA to automate their catalogue and. They also implemented D-space open source software in their libraries for building institutional repositories. In most cases, both Bengali and English language are used for creating metadata elements of ETD. MARC-21 cataloguing standard is used by majority of the respondents.

ETD programs have been enhancing research dissemination, promoting global visibility as well as enhancing scholarly communication for the users. A number of respondents have remarked that weaknesses regarding policies and loss of scanned files are key challenges for developing ETD programs.

Implications: The study would provide clear guidelines for library professionals to maintain ETD in public university libraries. Furthermore, it would assist the students, researchers and academics to get to know about the benefits of ETD and identify relevant problems and challenges.

Keywords: *Electronic Theses and Dissertation (ETD), Library Professionals, Public University, Bangladesh.*

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
Library Association of Bangladesh (LAB)

International Conference on the Role of LIS Professionals in the 4th Industrial Revolution

Program Schedule

Date: 11 February 2022 (Friday)
Technical Session-1
Venue: The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
Hall Room
Time: 12:00 PM to 01:10 PM (Bangladesh Standard Time)

Session Chair: Dr. S.M. Mannan, Professor, Dept. of Information Science and Library Management, University of Dhaka.

Invited and Other Papers:

1	Jesus Lau Noriega, Researcher, Faculty of Pedagogy, Universidad Veracruzana, Veracruz Campus, Veracruz, Mexico (Invited Speaker)	New Realities, New Potential Info-Pro Roles	Mexico 12:00 am (Central Standard Time (North America)
2	Ratko Knezevic, Professor, University of Bihac, Bosnia and Herzegovina (Invited Speaker)	Challenges of the 4th Industrial Revolution and the Role of LISs in it	Bosnia and Herzegovina 7:15 am (Central European Time)
3	Dr. Md. Shariful Islam, Dr. Md. Nazmul Islam, Mohammed Khalid Alam, Mohammad Habibul Islam and Md. Ashikuzzaman	Assessing Digital Literacy of High School Teachers in Rajshahi City: A Study	Bangladesh 12:30 pm
4	Dr. Md. Azizur Rahman and Dr. Subrata Biswas	The Role of LIS Professionals in Improving Information Services to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)	Bangladesh 12:40 pm
5	Dr. Md. Zillur Rahman, Sonia Naznin and Maria Sultana	Remodeling the Role of LIS Professionals and Libraries of Bangladesh in the Era of 4th Industrial Revolution	Bangladesh 12:50 pm

Date: 11 February 2022 (Friday)
Technical Session-2
Venue: The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
Seminar Room
Time: 12:00 PM to 01:10 PM (Bangladesh Standard Time)

Session Chair: Dr. Kazi Mostak Gausul Hoq, Professor, Dept. of Information Science and Library Management, University of Dhaka.

Invited and Other Papers:

1	Jo-Anne Naslund, Librarian, Emerita University of British Columbia (Invited Speaker)	Problem Based Learning and The Role of Library Information Professionals in the 4th Revolution	Canada 10th February (10:00 pm) (Pacific Standard Time)
2	Dr. P.K. Jain, Librarian, Institute of Economic Growth, University of Delhi Enclave, Delhi, India (Invited Speaker)	Special Libraries Association (SLA): The Road Ahead	India 11:45 am (Indian Standard Time)
3	A. K. M. Eamin Ali Akanda, Md. Biplob Hossain, Md. Mahbubul Islam and Md. Nazmul Hasan	Electronic Theses and Dissertations in Public University Libraries in Bangladesh: A Study	Bangladesh 12:30 pm
4	Md Kaiyum Shaikh and Sibsankar Jana	Visualization and Scientometric Mapping of Global Artificial Intelligence Research during the period from 2010 to 2019	India 12:10 pm (Indian Standard Time)
5	Md. Yousuf Ali and Md. Mehedi Hasan	Information Professionals' Expectations and Perceptions on IoT based Smart Library	Bangladesh 12:50 pm

Date: 11 February 2022 (Friday)
Technical Session-3
Venue: The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
Hall Room
Time: 02:00 PM to 03:10 PM (Bangladesh Standard Time)

Session Chair: Dr. M. Nasiruddin Munshi, Professor, Dept. of Information Science and Library Management, University of Dhaka.

Invited and Other Papers:

1	Dr. Debal Chandra Kar, University Librarian, Galgotias University, Greater Noida, India (Invited Speaker)	E-learning and Open Educational Resources from Government of India	India 1:30 pm (Indian Standard Time)
2	Dr. O.N. Chaubey, General Secretary, Indian Library Association New Delhi, India (Invited Speaker)	Digital Repository of Indian Cultural Heritage	India 1:45 pm (Indian Standard Time)
3	Nadim Akhtar Khan and Prof S M Shafi	Evaluation of Open Educational Resource Repositories	India 2:00 pm (Indian Standard Time)
4	Muhammad Omar Faruk and Md. Monirul Islam Islam	Roadmap towards Achieving Universal Literacy and Its Role for Ensuring National Development, Social Security and Human Rights	Bangladesh 2:40 pm
5	Dr. Dilara Begum and Dr. Kazi Mostak Gausul Hoq	Change Management in 21st Century Libraries: Bangladesh Context	Bangladesh 2:50 pm

Date: 11 February 2022 (Friday)
Technical Session-4
Venue: The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
Seminar Room
Time: 02:00 PM to 3:10 PM (Bangladesh Standard Time)

Session Chair: Dr. Md. Shiful Islam, Chairman, Dept. of Information Science and Library Management, University of Dhaka.

Invited and Other Papers:

1	Catharina Isberg, Library Director, Helsingborg City Libraries (Invited Speaker)	Trust Based Management and Empowerment in Libraries – A Profound Change	Sweden 9:00 am (Swedish Standard Time)
2	Prof (Dr) Ravinder Kumar Chadha, Professor and Research Dean, Malwanchal University, India (Invited Speaker)	Upskilling and Reskilling LIS Professionals for IR 4.0	India 1:45 pm (Indian Standard Time)
3	Labibah Zain, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia (Invited Speaker)	Community Engagement through Library Management Class at LIS Program of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia	Indonesia 3:30 pm (Western Indonesian Standard Time)
4	Md. Fazlul Quader Chowdhury, Md. Azizur Rahman, and Razia Sultana	Challenges to the Modernization of Library and Information Services along with Manpower Skills from Traditional to Advance Stage to Keep Pace with 4th Industrial Revolution and Beyond: Bangladesh Perspectives	Bangladesh 2:45 pm
5	Jahar Biswas, Dr. Sibsankar Jana and Dr. Prathasarathi Mukhopadhyaya	State of Community Information Service of Public Libraries: A Study	India 2:25 pm (Indian Standard Time)

Date: 11 February 2022 (Friday)
Technical Session-5
Venue: The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) Hall Room
Time: 03:20 PM to 4:50 PM (Bangladesh Standard Time)

Session Chair: A. K. M. Eamin Ali Akanda, Chairman, Dept. of Information Science & Library Management, University of Rajshahi.

Invited and Other Papers:

1	Jagtar Singh, Former Professor and Head, Department of Library and Information Science, Punjabi University, Patiala, India (Invited Speaker)	Media and Information Literacy for Embedding Quality in Education and Research	India 2:50 pm (Indian Standard Time)
2	Dr. Albert K. Boekhorst, Research Associate, Department of Information Science, University of Pretoria, South Africa	On Becoming MIL	South Africa 11:35 am (South African Standard Time)
3	Md. Monirul Islam, Md. Nurul Islam and Dr. Rupak Chakrabarty	Bibliometric Analysis on the Scientific Production of 4th Industrial Revolution and Library	Bangladesh 3:50 pm
4	Saddam Hossain and Dr. M Sadik Batcha	Modern ICT Tools & Techniques: eResource Sharing in Libraries	India 3:30 pm (Indian Standard Time)
5	Abdur Rahaman Sumon and Tabassum Hossain	"Media and Information Literacy" Awareness among Undergraduate Students of a Private University in Bangladesh	Bangladesh 4:10 pm
6	Noman Hossain, Mohammad Shakaought Hossian Bhuiyan, Dil Ruksana Basunia and Md. Monirul Islam	Digitization and Digital Services' Implications in the 4IR: Library Perspective	Bangladesh 4:20 pm

Date: 11 February 2022 (Friday)
Technical Session-6
Venue: The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
Seminar Room
Time: 03:20 PM to 4:50 PM (Bangladesh Standard Time)

Session Chair: Dr. Dilara Begum, Chairperson & Associate Professor, Dept. of Information Studies and Library Management, East West University.

Invited and Other Papers:

1	Dr. Jayanti Rani Basak and Md. Delwer Hossain	Application and Effectiveness of OPAC in Private University Libraries of Bangladesh: An Assessment	Bangladesh 3:20 pm
2	Mita Paul and Dr. Sibsankar Jana	Knowledge Representation in Domain Ontology	India 3:00 pm (Indian Standard Time)
3	Md Sujan Sarkar and Dr. Partha Biplob Roy	Information Need and the Mode of Information Receiving During the COVID-19 Pandemic: A Study on the People of Motihar Thana, Rajshahi	Bangladesh 03:40 pm
4	Sk Abdul Gaffar and Dr. S. Kishore Kumar	Assessment of Information & Communication Technology Skills & Library Visiting Frequency for Tourism-Related Information among the Inbound Tourists to Visit in West Bengal India: A Case Study	India 3:20 pm (Indian Standard Time)
5	Dr. B. Shadrach, Former Advisor, Skills at Commonwealth of Learning, Canada (Invited Speaker)	The Role of Library Professionals Towards Enhancing 4IR Skills among the Clientele	Canada 2:00 am (Vancouver Pacific Standard Time)
6	Loida Garcia-Febo, International Library Consultant & Former ALA President, Puerto Rico (Invited Speaker)	The 4th Industrial Revolution is Librarian-Powered	New York 5:15 am (New York Standard Time)

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন: প্রেক্ষিত দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যপেশাজীবী

ড. মো: মিজানুর রহমান
লেখক, গবেষক ও সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা আবশ্যক । মানব সম্পদের উন্নয়ন ব্যতীত সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠন করা কল্পনাতীত। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৫৮.৭ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। সেজন্য বাংলাদেশ সরকারও নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী মানব উন্নয়নের সূচকে বাংলাদেশ ১৩৩ তম স্থানে রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ ও মানবপুঁজি তত্ত্ব (হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি) আজ বিশ্ব অর্থনীতির পাঠ্য বিষয়। তত্ত্বগতভাবে মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন বিশ্বে একটি স্বীকৃত ধারণা। মানব সম্পদ মূলত একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ। উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপাদান। দ্বিতীয়ত: প্রাকৃতিক সম্পদ ও পুজিঁ হচ্ছে পরোক্ষ উপাদান। মানবসম্পদ পুঁজি বিনিয়োগ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং এগুলোই নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়ন।

ইউএনডিপি প্রণীত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী, মানব সম্পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "মানুষের পছন্দের বিস্তৃতি ঘটানোই মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রক্রিয়া। নীতিগতভাবেই পছন্দ অন্তহীন এবং সময়ের ব্যবধানে তা পরিবর্তনশীল। পছন্দ বা কাম্যতা অর্জন শিক্ষার বিস্তৃতসহ অনুকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল"।

কাজেই ইউএনডিপির সংজ্ঞা অনুযায়ী সহজে বলা যায় যে, মানুষের কাম্য নির্বাচনী সুযোগকে পরিসীমা বিস্তৃত করার প্রক্রিয়ার নামই মানবসম্পদ উন্নয়ন।

মানব সম্পদ হিসেবে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী

বাংলাদেশ সবেমাত্র উন্নয়নশীল দেশের কয়েকটি সূচকের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এই সূচক উন্নয়নে মানবসম্পদ অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৪৪০১ (ব্যানবেইস শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০২০) টি। সরকারি হিসাব অনুযায়ী (নিম্ন মাধ্যমিক ব্যতীত) মাধ্যমিক স্তরের সকল প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক গ্রন্থাগার পেশাজীবীর পদ রয়েছে। তাছাড়া দেশের ৪৬টি পাবলিক এবং ১০৫ টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে; যার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীর পদ সৃজন করা আছে। অপরদিকে পাবলিক, স্পেশাল ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিসহ সর্বসাকুল্যে সারাদেশে প্রায় ৪৬০০০ হাজারের অধিক গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীর পদ আছে (সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি) এবং অধিকাংশ পদে বর্তমানে তারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছেন।

বর্তমান সরকারের ভিশন

২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি বেসরকারি সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে অনায়াসেই এ বিশ্বকে হাতের মুঠোয় আনতে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রসমূহ এই প্রযুক্তির ছোয়াঁয় কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এবং তাদের সেবা ও কর্মকান্ডে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের সেবা বিশ্বমানের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। অপরদিকে দেশের অনেক পেশাজীবী বাংলাদেশের বাইরে ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির প্রয়োগ করে পেশাগত সুনাম বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপকরণ

মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপকরণ বলা হয়ে থাকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম। শিক্ষা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নেও মুখ্য উপকরণ। একটি সার্বজনীন ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে প্রতিবছর সরকার বাজেটে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। গুণগত বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষা উপকরণের বিকল্প নেই। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের প্রচলিত সনাতন সেকেলে শিক্ষিত বেকার তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থবারের ক্ষমতায় এসে এ তত্ত্বটি সহজভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষিত, আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন, প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার ধারক ডা. দীপু মনি এমপি কে শিক্ষার এই কান্ডারী হিসেবে দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। শিক্ষাকে তিনি দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে ইতিমধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক কর্মমুখী, প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের ভূমিকা রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান প্রধান উপায় :

১. গবেষক, প্রকৌশলী ও নীতিনির্ধারকদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

২. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার নিশ্চিত করতে হবে;

৩. স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

৪. সম্পদের সুষম বন্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্ব মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

৫. কর্মসংস্থান, বিদেশি বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করে অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা।

গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়ন:

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ চাকরি হারাবে এর মধ্যেই রয়েছে আগামী দিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনাও। বাংলাদেশের যে ৫৮.৭ শতাংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী রয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৫ কোটি তরুণ; যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বেশি । বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছর এই তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে বিধায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল বয়ে আনার সবথেকে বড় হাতিয়ার এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ বৈধ ও অবৈধ শ্রমিক বিদেশের মাটিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মোট রেমিটেন্স পাঠায় ১৫ বিলিয়ন ডলার। অপরদিকে, ভারতের ১ কোটি ৩০ লাখ শ্রমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার আয় করেন। অন্য এক হিসাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ৩ লাখ বিদেশি দক্ষ জনবল গার্মেন্টস এবং অন্যান্য সেক্টরে কাজ করছেন। আমাদের যে ১ কোটি ১৫ লক্ষ শ্রমিক বিদেশের মাটিতে রাতদিন কাজ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার আয় করেন; এই তিনলাখ বিদেশি দক্ষ জনবলের হাতে তার অর্ধেকই তুলে দিতে হয় শুধুমাত্র দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অভাবে। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ চিত্র লক্ষণীয়।

একটি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একটি জাতি অমূল্য সম্পদ এ পরিণত হতে পারে। আর সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং মানবসম্পদের যথার্থ উন্নয়ন প্রত্যাশায় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন অথবা যুগোপযোগী গ্রন্থাগার এর মাধ্যমে মানব সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন এর কোন বিকল্প নেই। এ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সচেতন দেশ প্রেমিক গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৭৯১ টি, কলেজে ৩৩১১ এবং স্কুল এন্ড কলেজ ১৩৮৮ টি। সব মিলিয়ে স্কুল এবং কলেজের এই পদসমূহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে কর্মরত পেশাজীবী রয়েছেন। মাদ্রাসার পদটি সম্প্রতি সৃজিত হওয়ায় এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু পদ শূন্য রয়েছে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সুযোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও তার সুফল ঘরে তুলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি বললেই চলে। আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে যে গতানুগতিক সেবা গ্রন্থাগার দিয়ে আসছিলেন আজও সেটা নিয়ে তারা অনেকটা কর্মবিমুখ অবস্থায় রয়েছেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে, জাতীয় উন্নয়নে বা গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন কিছুতেই তারা ভূমিকা রাখতে পারছেন না। বলা হয়ে থাকে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীরা তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সুবিধা যেখানে রপ্ত করে সুফল ঘরে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে আগামী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত রয়েছে, তা কিভাবে তারা সাদরে গ্রহণ করবে? আর সেটা গ্রহণ করতে হলে এর সকল পেশাজীবীদের প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির সকল ব্যবহার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতা। যদি এই অর্ধ কোটি শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো যায়, তাহলে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রসমূহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার মান বিশ্বমানের হবে এবং এই বিশাল জনগোষ্ঠী মানব মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করবেন। নচেৎ এই জনগোষ্ঠী সম্পদের পরিবর্তে সরকার, দেশ ও জাতির কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। মানব সম্পদ হিসেবে দক্ষ ও কর্মক্ষম গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

১. বাংলাদেশ সরকারকে বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যাপকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ করে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পেশাজীবীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর কঠোর মনিটরিং;

২. শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে তা প্রদান করে সকলকে সমান সুযোগ প্রদান;

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম ব্যাপক পরিবর্তন করে যুগোপযোগী, প্রযুক্তি নির্ভর ও প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়াতে হবে;

৪. বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত পরিবেশ ঠিক রেখে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যাপকভিত্তিক করে এর কার্যকরী প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৫. তথ্য ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত জনবল নিয়োগ করে তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় উক্ত পদক্ষেপসমূহ যথাযথ গ্রহণ করলেই মানব সম্পদ হিসেবে গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা কারিগরি ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ করে জাতীয় উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

তথ্য সূত্র:

১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩৭৭

২। Bangladesh Econmic Review–2021, Ministry of Finance, Finance Division, Dhaka, 2021, P. 362

৩। বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। প্রফেসর আবদুস সালাম, স্মরণিকা, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, রাজশাহী বিভাগ, ২০০৩, পৃ. ৮৬

৪। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়। মোহাম্মদ রফিকুজজামান, দৈনিক বণিক বার্তা, ডিসেম্বর ২০২১

৫। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও পরবর্তী প্রজন্মের লাইব্রেরি। গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের ভূমিকা। ড. মো. মিজানুর রহমান। আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-২২ (প্রকাশিতব্য স্মরণিকা)। ল্যাব, ঢাকা।

৬। www.google.com. web resources

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের করণীয়

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান তুষার

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন একদল বিজ্ঞানী যারা জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরি করছিলেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে আয়ত্ত করা ছিল ২০১৬ সালে সুইজারল্যান্ডের ডেভোস-ক্লোস্টারস এ অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভার বিষয়বস্তু।

১০ অক্টোবর, ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে তাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্র উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়। এটি (চতুর্থ শিল্প বিপ্লব) শোয়াবের ২০১৬ সালে প্রকাশিত বইয়ের বিষয় এবং শিরোনামও ছিল। শোয়াব এই চতুর্থ যুগের জন্য এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বায়োলজি (সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস) কে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের অগ্রগতির ওপর জোর দেয়।

শোয়াব আশা করেন এই যুগটি রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অফ থিংস, ইন্ডাস্টিয়াল ইন্টারনেট অফ থিংস, ডিসেন্ট্রালাজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের এবং সম্পূর্ণ স্বশাসিত যানবাহন এর ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হবে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তিনটি শিল্পবিপ্লব পাল্টে দিয়েছে সারা বিশ্বের গতিপথ। প্রথম শিল্পবিপ্লবটি হয়েছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। এরপর ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ ও ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের গতিকে বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। তবে আগের তিনটি বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যেতে পারে ডিজিটাল বিপ্লব। এ নিয়েই এখন সারা দুনিয়ায় তোলপাড় চলছে। এটিকে এখন বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব।

ডিজিটাল বিপ্লবকে কেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বলা হচ্ছে, সেটি নিয়ে আলোচনার জন্য সারা বিশ্বের রাজনৈতিক নেতা, বহুজাতিক করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ ও বিশ্লেষকেরা জড়ো হয়েছেন সুইজারল্যান্ডের শহর দাভোসে। সেখানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে আলোচনার অন্যতম বিষয় হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবকে নিয়ে সেখানে এখন চলছে আলোচনা-সমালোচনা ও বিশ্লেষণ।

ডব্লিউইএফের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান ক্লাউস শোয়াব চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে নিজের লেখা একটি প্রবন্ধে বলেছেন, আমরা চাই বা না চাই, এত দিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তাচেতনা যেভাবে চলেছে সেটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এখন আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তির ওপর শুরু হওয়া ডিজিটাল এ বিপ্লবের ফলে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে গাণিতিক হারে, যা আগে কখনো হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি খাতে এ পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে, যার ফলে পাল্টে যাচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, এমনকি রাষ্ট্র চালানোর প্রক্রিয়া।

ডিজিটাল বিপ্লব কী, সে বিষয়টিরও বিশদ একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ক্লাউস শোয়াব। স্মার্টফোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পরিবর্তন, ইন্টারনেট অব থিংস, যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, রোবোটিকস, জৈবপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো বিষয়গুলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সূচনা করেছে

বলে তিনি মনে করেন। ডিজিটাল বিপ্লবের এই শক্তির চিত্রটি বিশ্বব্যাংকের সম্প্রতি প্রকাশিত ও ডিজিটাল ডিভিডেন্ডস' শীর্ষক এক প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন এক দিনে বিশ্বে ২০ হাজার ৭০০ কোটি ই-মেইল পাঠানো হয়, গুগলে ৪২০ কোটি বিভিন্ন বিষয় খোঁজা হয়।

এক যুগ আগেও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনগুলো ছিল অকল্পনীয়। ডিজিটাল বিপ্লব সম্পর্কে বহুজাতিক মোবাইল অপারেটর ডিজিসেলের চেয়ারম্যান ডেনিস ও ব্রায়েন বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে ডিজিটালাইজেশন আমাদের কাজের সব ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, তবে এই পরিবর্তনকে আমি দেখি সূচনা হিসেবে। আগামী ১০ বছরে ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে আমরা এমন সব পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, যা এর আগে ৫০ বছরে সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ এই শিল্পবিপ্লব সারা বিশ্বের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কী প্রভাব ফেলবে, সেটি নিয়ে দুই ধরনের মত পাওয়া যাচ্ছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন, এর ফলে সব মানুষেরই আয়ের পরিমাণ ও জীবনমান বাড়বে। বিশ্বের পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়াতেও ডিজিটাল প্রযুক্তি আনবে ব্যাপক পরিবর্তন। এক দেশ থেকে আরেক দেশে পণ্য পাঠানোর খরচ অনেক কমে আসবে, ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। তবে আরেক দল অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ডিজিটাল বিপ্লব বিশ্বের অসাম্য ও দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে আরও দুর্বিষহ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মানুষের দ্বারা সম্পন্ন অনেক কাজ রোবট ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সম্পন্ন করা হবে, এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে তা সমস্যা তৈরি করবে। এ ছাড়া শ্রমবাজারে অল্প কর্মদক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা ও বাজার কমে যাবে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেশি করে সমস্যায় ফেলবে।

এবার আসা যাক আমাদের দেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে গ্রন্থাগারগুলির কী কী সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে? জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি জ্ঞানমনস্ক, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নকল্পে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে গঠিত প্রশাসনিক পূণর্বিন্যাস সম্পর্কিত এনাম কমিটি সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ ও তৎকালীন 'বাংলাদেশ পরিষদ' এর অধীনে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহের (তথ্যকেন্দ্র) সমন্বয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গঠনের পক্ষে সুপারিশ করে। এ সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে আলোকিত মানুষ ও সমাজ বিনির্মাণে নিয়েছে বহুমূখী প্রদক্ষেপ এবং করছে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

গ্রন্থাগার একটি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। গ্রন্থাগার একটি জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি অর্থাৎ একটি জাতি কত সভ্য কত উন্নত তার গ্রন্থাগার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ফুটে উঠে। একটি জাতি সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সুদীর্ঘ দিনের ক্রমাগত পরিশ্রম, সাধনা, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের ফলে আজ উন্নত বিশ্ব দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে চরম বিকাশ লাভ করেছে, তা সম্ভব হয়েছে সে সকল দেশের গ্রন্তাগারগুলির উন্নতির ফলে। উন্নত বিশ্বের জনগণ গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরশীল বিধায় তাদের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থাগার সামাজিক মিলনকেন্দ্র, যেখান থেকে সর্বব্যাপি এক আলোকের ঝর্নাধারা বইয়ে দেওয়া যায়। যে আলোয় মানুষ নিজকে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার করে। গ্রন্থাগার আজ সমাজের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান, সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর স্থান উপরে। সর্বপ্রকার জ্ঞানকে একত্রিত করে স্থায়িত্বদানের অভিপ্রায় থেকে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। গ্রন্থাগার এসবের উত্তম সংরক্ষণাগার। সেখানে সমাজের বিভিন্ন মহৎ পথের মানুষের বহুমুখী চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ বা গণগ্রন্থাগার গুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকার সার্থক রূপায়ন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ। আর কল্যাণ নির্ভর করে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধানে সহয়তা করা, তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা। সর্বশেষ যেটা এই মাত্র পাওয়া গেল তা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৌঁছে দেয়া। এইভাবেই গ্রন্থাগার হতে পারে সমাজ জীবনের প্রতিটি উন্নয়ন কর্মসূচির চালিকাশক্তি, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গণগ্রন্থাগারকে বর্তমান ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির যুগে দ্রুততার সাথে তথ্যসেবা প্রদানের জন্য যোগাযোগ কেন্দ্র বা Information Centre এ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। সামাজিকভাবে মানুষকে চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করাই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। যোগাযোগ কেন্দ্র এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সমাজের কোনো অবক্ষয়ের সৃষ্টি না হয়। সেজন্য সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে হবে। তাতে করে Information & Communication Centre সমাজে নতুনভাবে মূল্যায়িত হবে।

প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রন্থাগারেও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক কালে গ্রন্থাগার বলতে কেবল বইয়ের সংগ্রহ বুঝায় না, তা মুদ্রিত, চিত্র সংবলিত, ধারণকৃত, ইলেকট্রনিক কৌশলে সংরক্ষিত সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমের সংগ্রহশালাকে বুঝায়। নানাবিধ নব নব শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী এবং গ্রন্থাগারে পাঠসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে সহজ ও সঠিকভাবে সেবা প্রদান করছে। গ্রন্থাগার সেবা বিস্তৃতি করার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারকে Networking এর আওতায় এনে Computer, Fax, Teleprinter, Micro-Film Reader, Microfiche Reader, Micro-Film Camera, Microfiche Camera, Micro-Film Printer, Phonograph Records or Ceiling Projectors, Multi-Media Projectors ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিক তথ্য দ্রুততার সাথে আদান প্রদান করতে হবে। বিশ্বায়নের এ যুগে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত সব গ্রন্থাগারের বই পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থগার সমিতি

4IR এর বাস্তবতা ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

কাজী এমদাদ হোসেন

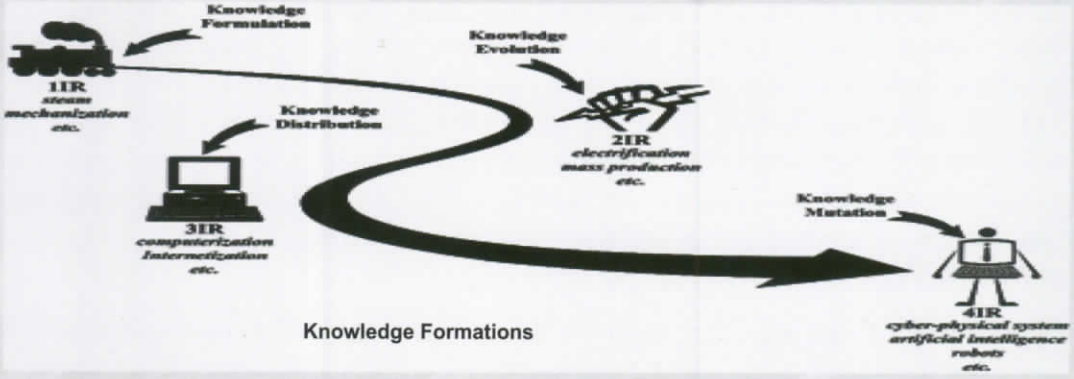

Knowledge Formations

আমরা একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে আছি, যা মৌলিকভাবে আমাদের জীবনযাপন, কাজ এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক পরিবর্তন করবে। এর স্কেল, সুযোগ এবং জটিলতায়, রুপান্তরটি মানবজাতির আগে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার থেকে ভিন্ন হবে। এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যই একীভূত এবং ব্যাপক হতে হবে, যাতে বিশ্ব রাজনীতির সমস্ত স্টেকহোল্ডার, সরকারী এবং বেসরকারী খাত থেকে একাডেমিয়া এবং সুশীল সমাজ পর্যন্ত জড়িত।

4IR এর চারটি ধাপ: প্রথমটি শিল্প বিপ্লব উৎপাদন যান্ত্রীকীকরণের জন্য জল এবং বাস্প শক্তি, দ্বিতীয়টি ব্যাপক উৎপাদন করতে বৈদ্যুতিক শক্তি, তুতীয়টি উৎপাদন স্বয়ক্রিয় করতে ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি, আর চতুর্থটি হল তথ্যপ্রযুক্তি বা ডিজিটাল বিপ্লবের উপর নির্ভর করে অভূতপূর্ব প্রক্রিয়াকরণ শক্তি, স্টোরেজ ক্ষমতা এবং জ্ঞানের এক্সেস সহ মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে সংযুক্ত কোটি কোটি মানুষের সম্ভাবনা সীমাহীন। এগুলো হলো: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, স্ব-চালিত যানবহন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, ন্যানো ও বায়োটেকনোলজী এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। তাই 4IR হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস (IOT), 3-D প্রিন্টিং, জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং আরও অনেক কিছু অগ্রগতির সংমিশ্রন।

বিশ্ব এখন চর্তুথ শিল্প বিপ্লব প্রত্যক্ষ করছে। একটি উদীয়মান প্রযুক্তির ডোমেনগুলির একটি মিলন, যার মধ্যে রয়েছে ন্যানো ও জৈব প্রযুক্তির নতুন উপকরন এবং উন্নত ডিজিটাল উৎপাদন। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং কানেকষ্টিভিটি আরও উচ্চবিলাসী লক্ষ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বেশীরভাগই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটা আমাদের জীবন, কাজ এবং যোগাযোগের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। ব্যবসায়িক মডেল এবং কর্মসংস্থানের প্রবণতা পরিবর্তন হচ্ছে 4IR এর নতুন আকার।

গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকতার পরিষেবায় এই 4IR দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। গ্রন্থাগারগুলি 4IR এর এজেন্ট পরিবর্তন করে যদি আপডেট না করা হয় তা হলে অনেক সমস্যার সম্মূখীন হবে। 4IR নিছক বন্ধুত্বপূর্ণ বিপ্লব এবং গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের জন্য পথ প্রশস্ত করবে যদি পরিষেবার জন্য একটি হতিয়ার হিসাবে গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর, ল্যাব ও সিনিয়র সহকারী লাইব্রেরিয়ান, বুয়েট।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ গ্রন্থাগার পেশাজীবী

মোঃ এমদাদুল হক

ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি স্বপ্ন, একটি প্রত্যয় যা বর্তমানে আলোচিত একটি বিষয়। ২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় বারের মতো শপথ নেন একুশ শতকে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্রান্তিকালের মধ্যেও বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তী প্রজন্মকে গ্লোবাল ভিলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চিন্তাও ছিল তাঁর পরিকল্পনায়। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এ দেশের মানুষকে উন্নত জীবন দান করার, বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে বাঁচার। আর তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে, জ্ঞানভিত্তিক জাতি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন-২০২১, ২০৩০, ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলাই যার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে সরকারি অফিস, আদালত থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি সেক্টরকে প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশন করার জন্য কাজ করছে সরকার। প্রতিনিয়ত তথ্য উৎপাদিত হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে। দেশে বিদ্যমান তথ্য প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারগুলো কাজ করছে নিজস্ব প্রক্রিয়া ও নিজ নিজ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জন্য। সীমিত হলেও এতে জনসম্পৃক্ততা রয়েছে। এখন প্রয়োজন সকল তথ্য প্রতিষ্ঠান, ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র বা গ্রন্থাগারকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর মূল ধারণাটি কার্যকর করার সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সাথে প্রয়োজন তথ্য-উপাত্তকে ব্যবহারোপযোগী করে তাতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। কার্যকরীভাবে এ কাজটি নির্বাহ করার জন্য একটি আধুনিক শক্তিশালী তথ্য ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আর ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজে লাগাতে হবে দক্ষ গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৯৫৯ সাল হতে এ জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯৫৮ সাল হতে স্নাতকপূর্ব পর্যায়ের গ্রন্থাগার পেশাজীবী তৈরীতে নিরলস শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে আসছে। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও গ্রন্থাগার পেশাজীবী তৈরীতে নিরলস শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে আসছেন। দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ততার ঘাটতি থাকাতে জাতি এযাবৎ ডিগ্রীধারী তথ্য পেশার দক্ষ জনবল যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। অভাব রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণেরও।

বাংলাদেশ জনবহুল একটি দেশ। এদেশে রয়েছে বিপুল পরিমাণ মানবসম্পদ। দেশের মোট জনসংখ্যার বড় অংশই যুবক, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ এর ভেতর। এই যুব সমাজকে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা এবং প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা হলে বিশ্ব দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে জায়গা করে নিতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। যুব সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাওয়া সম্ভব। তাদের প্রযুক্তি বান্ধব করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন গবেষণা এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা নির্ভর মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা। আর এ বিষয়ে অগ্রণী ভুমিকা রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে তাহলে দেশের যুবসমাজ মানবসম্পদে পরিণত হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরিক্রমায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে। মানুষ আগের তুলনায় এখন অধিক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছে। বর্তমানে বিভিন্ন অনলাইন বিজনেসের দরুন অনেক গৃহিণী মেয়ে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেদের কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের মাধ্যমে এ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কাজে লগিয়ে 'জ্ঞান অর্থনীতির' যুগে প্রবেশ বাংলাদেশ অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করবে। যার ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হবে। অর্থনীতির চাকা আরো সচল হবে। জিডিপির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বস্তরে দুর্নীতির মাত্রা কমে যাবে। প্রশাসনিক কাজে আরো গতিশীলতা আসবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে এসে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে যোগ্য মানবসম্পদ ও দক্ষ গ্রন্থাগার পেশাজীবী গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, বাকৃবি, ময়মনসিংহ
এবং
বিভাগীয় কাউন্সিলর, ল্যাব, ময়মনসিংহ বিভাগ

"লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভস একই সূত্রে চিরন্তন জ্ঞানের ধারা"

সৈয়দ মাহবুবার রহমান সোহেল

লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভস সবি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।সভ্যতার শুরু সুমেরীয়-অ্যাসিরীয়-ব্যাবলনীয় সভ্যতা থেকে আধুনিক সভ্যতায়ও সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মের নিকট পৌছানোর জন্য জ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভস আমাদের সমাজ ও সভ্যতায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আবহমানকাল হতে সভ্যতা,কৃষ্টি ও যোগাযোগের প্রধান ধারক ও বাহক হচ্ছে লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভস। গুহা চিত্রের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থ তৈরির যাত্রা শুরু হয়। প্রথম লেখন সামগ্রী হিসেবে পাথর এবং কলম হিসেবে বাটালিক গন্য করা হয়। মিশরের পিরামিডের গায়ে,ভারতের বহু পর্বত,পাথর স্তম্ভের গায়ে এরকম অনেক বাণী বা কথা উৎকীর্ণ হয়েছিল সেগুলোর স্থানও ঐ লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভসে।

লাইব্রেরিঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ নিজের চিন্তা ধারাকে সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌছানোর জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই লিপিবদ্ধ জ্ঞানকে সংগ্রহ,সংরক্ষণ করে আসছে লাইব্রেরি। তাই প্রাচীন শিলালিপি থেকে আধুনিক লিপির গ্রন্থিক স্থান হল লাইব্রেরি। যুগে যুগে সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মানুষ লাইব্রেরির দ্বারস্থ হয়েছে।লাইব্রেরির সংরক্ষিত জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছে সমাজ ও বিশ্ব। একটি জাতির,বিশ্ব সভ্যতার,সাংস্কৃতিক,ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের ধারক ও বাহক হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম।

লাইব্রেরি ৪ প্রকার। যথাঃ

১. ন্যাশনাল লাইব্রেরিঃ একটি জাতির কৃষ্টি,সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

২. পাবলিক লাইব্রেরিঃ পাবলিক লাইব্রেরি হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বয়স,পেশা,গোত্র,লিংগ,বর্ণ,ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য রয়েছে প্রবেশাধিকার এবং সে সাথে যে কোন ধরণের পাঠোপকরণের অবাধ প্রবেশাধিকার।

৩. একাডেমি লাইব্রেরিঃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরিকে একাডেমিক লাইব্রেরি বলে।

৪. স্পেশাল লাইব্রেরিঃ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে বিশেষ ব্যবহারকারী গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের উপাদান সংগ্রহ,সংরক্ষণ ও বিতরণের নিমিত্তে যে গ্রন্থাগার পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয় তাকে স্পেশাল লাইব্রেরি বলে।

ইউনেস্কো এর মতে-"মুদ্রিত বই,সাময়িকী অথবা অন্য যেকোন চিত্র সমৃদ্ধ বা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর একটি সংগঠিত সংগ্রহ হল গ্রন্থাগার। যেখানে পাঠকের তথ্য, গবেষণা, শিক্ষা অথবা বিনোদনের চাহিদা মেটানোর কাজে সহায়তা করা হয়"।

মিউজিয়ামঃ

খ্রি.পূর্ব তৃতীয় শতকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা আধুনিক যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশে মিউজিয়াম রয়েছে। বিশ্ব জাদুঘর সংক্রান্ত একটি তথ্যে জানা যায় যে, ২০২ দেশের প্রায় ৫৫,০০০ মিউজিয়াম রয়েছে।

জাদুঘরের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের নানা নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

করা।জাদুঘরে প্রাচীন মুদ্রা,লিপি,নানা শিল্পকর্ম (ভাস্কর্য, স্থাপত্য,চিত্রকলা) দুস্প্রাপ্য এবং নানা মডেল ও চার্ট সংরক্ষিত রাখা। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ ও সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটেছে তার বিভিন্ন নিদর্শন ও স্মৃতি চিহ্নের মিলে জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শনগুলি থাকে।বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা নানা প্রাত্ন নির্দশনগুলি আমাদের পাঠ্য কাহিনি বা ইতিহাসকে প্রানবন্ত বা সজীব করে তোলে।

মিউজিয়াম ৪ প্রকার :

(১)ঐতিহাসিক জাদুঘর: আদিম মানুষের জীবন বিবর্তন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২)শিল্প জাদুঘর: এখানে মানুষের সৃষ্টি কর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(৩)বিজ্ঞান জাদুঘর: এখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪)শিশু বিষয়ক জাদুঘর: এখানে শিশু জগত প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর পর্ষদের অভিমত-"জাদুঘর হল একটি অলাভজনক,জনসাধারণের কাছে উম্মুক্ত এবং স্থায়ী সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষালভ জ্ঞান চর্চা ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে মানব ঐতিহ্যের স্পর্শযোগ্য ও অযোগ্য জিনিস পত্র সংগ্রহ করে,সংরক্ষণ করে,প্রদর্শন করে এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে"। জাদুঘর শুধুমাত্র ইতিহাস সংরক্ষণ করে তা নয় বরং সাধারণ দর্শকদের আনন্দদান করে থাকেন।

আর্কাইভস: প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় সম্ভবত আর্কাইভস জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্ভব হয়। আর্কাইভস একটি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণাগার,একটি জাতির স্মৃতিময় তথ্যের ভা-ার। যেকোন দেশের অতীতের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ইতিহাস, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহ সকল প্রকার কর্মকা-ের নিদর্শন ও দলিলিক প্রমান পাওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো লিখিত নথিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ। আর্কাইভস একটি অনন্য ও অকল্পনীয় ঐতিহ্য, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান থাকে। আর্কাইভস তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য উৎস যা প্রশাসনিক কর্মা-ের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার ভিত্তি নির্মাণ করে। এটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে।

টি আর.শ্যালেন বার্গ এর মতে-"কোন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেই সকল নথিপত্র যেগুলি কোন গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করে,সেভাবে কোনো সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে বা রক্ষনের জন্য বাছাই করা হয়েছে"। আর্কাইভস হল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্র,দলিলাদি পুরনো বিরল পুস্তকাদি,পা-ুলিপি ইত্যাদির সংগ্রশালা।

তাই বলা যায়,আজকের পৃথিবীতে যে জাতি ধনে-মানে-জ্ঞানে-গরিমায় শ্রেষ্ঠ তার লাইব্রেরি-মিউজিয়াম -আর্কাইভস ততটাই শক্তিশালী। সভ্যতার বিকাশের একটি পর্যায়ে এসে লব্ধ জ্ঞানকে স্থায়ী রূপ প্রদান এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জ্ঞান হস্তান্তরের তাড়না থেকেই মানুষ লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভস নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন। লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভস এর মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এক তা হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু বন্ধন রচনার অনন্য মাধ্যম। লাইব্রেরি-মিউজিয়াম-আর্কাইভস সবগুলোই সংগ্রহ,সংরক্ষণ, বিতরণ যা জ্ঞান চর্চার,গবেষণার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে একই সূত্রে চিরন্তন জ্ঞানের ধারা।

সভাপতি,বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), রংপুর বিভাগ।

ও

গ্রন্থাগার প্রভাষক, রংপুর মডেল কলেজ, রংপুর।

দিবস পালন নয় গ্রন্থাগার মুখীকরণের উদ্যোগী হওয়া জরুরী

ড. মোহাঃ আজিজুর রহমান

গ্রন্থ অতীতকে করে জাগ্রত, বর্তমানকে করে অর্থবহ, ভবিষ্যৎকে জোগায় আর্দশ ও প্রেরণা। গ্রন্থকে পাঠকের নাগালের মধ্যে পৌছে দেবার মাধ্যমই হলো গ্রন্থাগার। গ্রন্থ পাঠ ও গ্রন্থ ব্যবহার দুই-ই মানুষের মনে সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাজ গঠনের হাতিয়ার হ'য়ে কাল হতে কালান্তরে ধাবিত হচ্ছে। গ্রন্থ পাঠ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস যদি পাঠকের মাঝে সৃষ্টি করা যায় তাহলেই আপনা আপনি পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি পাবে। পাঠাভ্যাস গড়ে উঠার জন্য চাই পাঠোপকরণ। পাঠোপকরণের অন্যতম মাধ্যম হলো বই। একটি ভালো বই-ই পারে মানুষের মনোজগৎকে জাগ্রত করতে, আরো বেশী বেশী পড়ার আগ্রহ জাগাতে, পারে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে। আর এক মাত্রই গ্রন্থাগারই পারে সর্বস্তরের মানুষের হাতে বই পৌছে দিতে। মানুষের দোরগোড়ায় বই নিয়ে হাজির হতে। এই কাজটি সুষ্ঠ-সুন্দরভাবে, সু-সম্পন্ন করার জন্য চাই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারনের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান-ই হচ্ছে গ্রন্থাগার।

বিশ্বব্যাপী তথ্য-উপাত্ত, চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য- সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক মহাসমুদ্র হলো গ্রন্থাগার। যা শুধু আজ চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এখন এটি সাইবার স্পেসে সম্প্রসারিত। বিশ্বায়নের এই যুগে সবকিছু হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ইন্টারনেটের বদৌলতে নিমিষেই দেশ- বিদেশের সকল তথ্য মাউসের এক ক্লিকেই পাওয়া সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় বেশ্বিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারের সনাতন ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রন্থাগার এখন পায়ে চলা পথ পেরিয়ে প্রযুক্তির মহাসড়কে পদার্পন করেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক গ্রন্থাগারগুলির সেবা,কার্যক্রম ও পরিধি পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন সেবা হিসাবে স্থান করে নিয়েছে ই-বুকস, ই-জার্নাল, বিভিন্ন ডিজিট্যাল ফরমেটে অনলাইন ও অফলাইন ডাটাবেস, পিডিএফ,ওয়েব পেইজ সহ অন্যান্য উপকরণাদী বিধিবদ্ধ নিয়মের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকস ডিভাইস দিয়ে যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থান থেকে সাচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। এই সূবিধা ও সুফল প্রাপ্তির জন্য আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যাতে গ্রন্থাগারে ই-সেবার উন্নয়ন ঘটে। তাইতো টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ডিজিট্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। তাই ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. গ্রন্থাগার ব্যবহারে আকৃষ্টকরণ: গ্রন্থাগারকে এর ব্যবহারের অভ্যাস গঠণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে একজন গ্রন্থাগারিক পাঠকদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। পুস্তক প্রদর্শনীর (Book Exhibition) আয়োজন করা, নতুন ভাবে আসা বইয়ের বুক জ্যাকেট মলাট প্রদর্শন করা, সংবাদ ক্লিপিং (Clipping) করে প্রদর্শন করা, দেয়াল পত্রিকা (Wall Magazine) প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ধরণের গল্প বলার আসর, বই নিয়ে কথা, বই নিয়ে বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ বা ধাঁ- ধা ইত্যাদির আয়োজন করা, নতুন শির্ক্ষাথীদের নিয়ে অরিয়েন্টেশনের প্রোগ্রাম করা এবং গ্রন্থাগার সর্ম্পকে ধারনা দেওয়া, কেরিয়ার সিলেকশন গাইড কর্মসুচি চালু করা, পাঠকদের উপদেশমূলক সেবা (Reader's Advisory Service)-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২. গ্রন্থাগার ব্যবহারে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধিকরণ: গ্রন্থাগার ব্যবহারে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধিকরণে শিক্ষকদের সহযোগিতার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সফলতা। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে- শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের এমন এসাইনমেন্ট দেবেন, যা প্রস্তুত করতে গ্রন্থাগারে যেতে হয়, গ্রন্থ দিবস উপলক্ষে গ্রন্থ সপ্তাহের আয়োজন করা, রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, দেশী বিদেশী লেখকদের বিখ্যাত বইয়ের ওপর বুক টক এর আয়োজন করা যেতে পারে।

৩। লাইব্রেরী পিরিয়ড এর ব্যবস্থা করা: কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন শিক্ষক নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে নিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হল পাঠোপকরণ দিয়ে ছাত্রদের সহযোগিতা করা, আর শিক্ষক নিয়ম

শৃংখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তৎপর থাকবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কি ব্যবহার করবে তার একটি পূর্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে। এভাবে শির্ক্ষাথীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৪. ওপেন রিসোর্স ব্যবহারে উদ্বুধকরণ: বর্তমান যুগকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। প্রযুক্তির এই যুগে শিক্ষা মূলক অনেক উন্মুক্ত তথ্য রয়েছে যা ব্যবহারকারীরা মোটেই অবগত নন। এই সমস্থ রিসোর্সগুলি বিষয়ভিত্তিক ভিডিও লেকচার, টিওটোরিয়াল, মডেল প্রশ্ন, সল্যুওশান সহ বিভিন্ন কনটেন্টের পিপিটি আপলোড করা হয়েছে যা সহজে ঘরে বসে শির্ক্ষাথীরা ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে শিক্ষামূলক উন্মুক্ত রিসোর্স ব্যবহারের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ জাগানো যেতে পারে যেমন: মুক্ত পাঠ, ঘরে বসেই শিক্ষা, টেন মিনিট স্কুল, ইংলিশ ফর টুডে, স্টাডি প্রেস, শিক্ষক ডট কম, শিক্ষক বাতায়ন, আমার পাঠশালা, রেপটো এডুকেশন সেন্টার, লেখা পড়া বিডি, সৃজনশীল, জ্ঞানকোষ, জাগো অন লাইন স্কুল, কানেক্ট, রুম টু রিড, টিচ ফর বাংলাদেশ, টিচ ইট, স্টাডি স্কুল, আমার ঘর আমার স্কুল, ইউনেস্কো সায়েন্স স্কুল, দি আগা খান একাডেমী, আগামী, আলোকিত হৃদয়, ইত্যাদি। গ্রন্থাগাারিকগণ শির্ক্ষাথী, শিক্ষকদের এই সমস্থ ওপেন রিসোর্স ব্যবহারে উদ্বুধ করতে পারেন। অনলাইন শিক্ষা ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে আধুনিক শিক্ষার উপকরণ এর ব্যবহার সর্ম্পকে উদ্বুদ্ব করতে পারলেই আগামীতে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

৫. ওয়েব পোর্টাল সর্ম্পকে অবহিতকরণ: ওয়েব পোর্টাল হল বিশেষভাবে তৈরী ওয়েবসাইট। যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে নানাবিধ উপায়ে মান সম্মত তথ্য সাজানো থাকে। যার সর্ম্পকে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণ মোটেই অবগত নন। তাই গ্রন্থাগারিকগণ শির্ক্ষাথীদের শিক্ষা সহ অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ ওয়েব পোর্টাল সর্ম্পকে অবগত করতে পারেন- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ই-তথ্য কোষ, ভিশন ২০২১, সেবাকুঞ্জ, Konnect, Beautiful Bangladesh, উইকিপিডিয়া, উইকিমিডিয়া, উইকি, বাংলাপিডিয়া।

৬। কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে অবাধ তথ্য ব্যবহারের সূবিধা: ইউজিসি ডিজিট্যাল লাইব্রেরি (UDL), INASP-PERI Consortium, Research4life Consortium এর মাধ্যমে অবাধ তথ্য ব্যবহারের সূবিধা রয়েছে যা ডিজিট্যাল লাইব্রেরী বাস্তবায়নের অন্যতম সুফল।

৭. সারাদেশে ৫২৮৬টি ইউনিয়ন ডিজিট্যাল সেন্টারের মাধ্যমে ১৫০ ধরনের সরকারী, বেসরকারী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। যে সেবা সর্ম্পকে অনেকে জানেন না তাই গ্রন্থাগারিকগণ এর সেবা সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করতে পারেন। যা ডিজিট্যাল বাংলাদেশ বির্নিমানের অন্যতম অর্জন।

পরিশেষে বলা যায় যে, জন সম্পৃক্ততা ও জন সচেতনার মাধ্যমে এই সার্ভিসকে আরো গণমুখিকরণ করা যেতে পারে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, এনজিও, সুশীল সমাজ, এবং গ্রন্থাগার পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে এর উন্নয়নে সামীল হতে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রন্থাগার পেশার উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টরে গ্রন্থাগারিকদের পদ, পদবী, পদমর্যদা সৃষ্টি সহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ বিভিন্ন নায্য দাবী আদায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ও এর ধারাবাহিকতা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে - এই আশা, আকাঙ্খা আমাদের সকলের। শুধু বছরের একটি দিনকে উদযাপনের চিন্তা না করি বছর ব্যাপী উপরোক্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি তাহলে দিবসের মাহাত্নের যথার্থ রুপে প্রকাশ পাবে।

তথ্য সূত্র ঃ

১.রহমান, মোহাঃ আজিজুর রহমান (ডিসেম্বর,২০১৪) পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে গ্রন্থাগার ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা, কলকাতা গ্রন্থাগার ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৬৪(৯). পৃ.২৪৮-২৫০।

২. আহাম্মদ, এ.ডি.এম আলী (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮) গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০১৮ স্মরণীকা, ঢাকা : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, পৃ.৬৬-৬৮

৩. অনুরণন (ফ্রেব্রুয়ারী, ২০২১) জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্মরনীকা, ঢাকা : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, পৃ.৪৩-৪৭

"গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য"

এম এ কাসেম

"গণগ্রন্থাগার জনগনের বিশ্ববিদ্যালয়" এ কথা সর্বজন বিদিত। সভ্যতার সূচনালগ্নে লাইব্রেরী ছিল শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। লাইব্রেরীর হাত ধরেই সভ্যতার উন্মেষ। সেই আদিকালে মানুষ যা শিখত তা পাহাড়ের বা গুহার গাত্রে , চামড়ায়, গাছের ছাল-বাকলে ছবি বা সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে তাদের জ্ঞান সংরক্ষণ করত এবং সে গুলি এক স্থানে সংগ্রহ করত। সেখান থেকে কোন বিজ্ঞজন পরবর্তী প্রজন্মে শিক্ষাদান করত অথবা পৌছে দিত। কালের বিবর্তনে সেই সংগ্রহশালা আধুনিক লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত। অনেকে লাইব্রেরীকে নামের মিলের কারণে বইয়ের দোকান ভেবে থাকেন। কিন্তু এভাবে ভাববার একেবারেই কোন অবকাশ নেই। লাইব্রেরী হচ্ছে সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, ও সম্প্রসারণশীল জ্ঞান বিতরনের প্রতিষ্ঠান। এখানে বই বিক্রি হয় না, পাঠ সামগ্রী বা তথ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা পেশাজীবিগণ সম্মানিত "গ্রন্থাগারিক", একজন সম্মানিত শিক্ষক। যা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। পেশার উন্নয়নে এবং গ্রন্থাগার সেবা সুচারুরূপে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে একজন গ্রন্থাগার পেশাজীবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এ কাজ যিনি যত সুচারুরূপে ও আন্তরিকতার সাথে প্রতিপালন করতে পারবেন তিনি তত গ্রন্থাগার ব্যাবহারকারি তথা সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধার ব্যাক্তিত্বে পরিগণিত হবেন; তাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আমরা তিন স্তরে বিন্যস্ত করতে পারি---

- পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- সেবামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ক) পেশাগত দায়িত্বঃ

পেশাগত জীবনে একজন সম্মানিত গ্রন্থাগার শিক্ষক জ্ঞান বা তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের এক কঠিন ও মহান দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি যত আন্তরিকতার সাথে জ্ঞানের সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে পারবেন ও সুচারুরূপে তা বিতরণ করতে পারবেন তিনি তত সফল ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিত্বে পরিগণিত হবেন। একাজটি কয়েকটি ধাপে সম্পাদন করতে হয়।

খ) প্রশাসনিক দায়িত্বঃ

একজন গ্রন্থাগারিক শুধুই গ্রন্থগার পেশাজীবিই নন। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসকও বটে!গণগ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর একটি সুচারু সংগঠন থাকে। তার প্রধানের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিককেই পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে একজন গ্রন্থাগারিককে সাফল্য অর্জন করতে হলে পেশাগত জ্ঞানের পাশাপাশি প্রশাসনিক জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। গ্রন্থাগারে যে সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয় তা নিম্নরূপ :-

১) বাজেট প্রণয়ন
২) খরচের হিসাব নিকাশ
৩) প্রতিবেদন প্রনয়ণ
৪) নিয়ন্ত্রন ও সমন্বয় সাধন

গ) সেবামূলক বা মানবিক দায়িত্বঃ- গ্রন্থাগার একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগারিকের সাহায্য ছাড়া গ্রন্থাগার করতে পারবে না। একজন গ্রন্থাগারিক পেশাগত বৈশিষ্টের কারণেই কিছু সেবামূলক বা মানবিকদায়িত্ব পালন করে থাকেন তা নিম্মরূপ :-

১) তাৎক্ষণিক সেবা দান
২) সহযোগিতামূলক দায়িত্ব
৩) পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা

আদিকাল থেকে গ্রন্থাগার মানবকল্যাণে জ্ঞানরাশি বিতরনের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর একজন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, দক্ষ গ্রন্থাগারিকের সুষ্ঠু ও সঠিক কর্মকাণ্ডের উপর। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের গণ্ডি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছে। তাঁদের জ্ঞানের পরিধি ও সুযোগ সুবিধাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে বলতে পারি দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল হিসেবে বর্তমান সরকার কলেজের সম্মানিত গ্রন্থাগারিকগণকে প্রভাষক এবং স্কুল মাদ্রাসার সহ: গ্রন্থাগারিকগণকে সহকারী শিক্ষক পদমর্যাদায় ভূষিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এ অর্জন গ্রন্থাগার পেশাজীবিদের মান মর্যাদা এক অনন্য উচ্চতায় পৌছে গেছে এবং এটা জাতির উন্নয়নের এক শুভ লক্ষণ।

পরিশেষে বলতে হয়, সম্মানিত গ্রন্থাগারিকগণ বেঁচে থাকবেন তাঁর ন্যয়নিষ্ঠা সহকারে কাজের মাধ্যমে, যোগ্যতা, দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন ও দায়িত্ব পালনে সদাচারণ ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের অগ্রদূত হয়ে এবং সমাজকে সুশিক্ষা ও স্বশিক্ষাদানে যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারিকগণএক একজন কর্মী, নেতা, একজন প্রশাসক। পক্ষান্তরে একজন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান মানুষ। তিনি মানুষের কল্যাণে মানুষের উপকার সাধন করেই মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন তাঁর মেধা মনন ও কর্ম দিয়ে। এই কাজগুলি যিনি যত সুচারুরূপে করতে পারেন তিনিই হবেন একজন সফল গ্রন্থাগারিক।

গ্রন্থাগারিক, খাজুরা শহীদ সিরাজুদ্দিন সরকারি কলেজ, অভয়নগর, যশোর।

Agrani Printing Press

Dhaka Office: Plot No-203, 2nd Floor,Shojan Tower-2, Topkhana Road, 3 Shegunbagicha, Dhaka-1000
Noakhali Office: Station Road, Chowmuhani, Noakhali.
Factory: Dinisgonj, Rasulpur, Jomidar Hat, Begumgonj, Noakhali.
Mobile: 01712098968, 01670051371

উন্নতমানের বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের রয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন এবং দক্ষ কারিগর। ৪২০০০ বর্গফুটের অত্যাধুনিক ফ্যাক্টরীতে প্রতিদিন ৩ লক্ষ কপি বই প্রস্তুত করার স্বক্ষমতা রয়েছে।

আলী এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস

হজ্জ লাইসেন্স নং: ০৬৪৯, উমরাহ লাইসেন্স নং: ৩৭৪, IATA NO : 42308280

চলছে হজ্জ ও উমরাহ বুকিং

আমাদের সেবা সমূহ ঃ-

* হজ্জ প্যাকেজ
* উমরাহ প্যাকেজ
* অভ্যন্তরীন এয়ার টিকেট
* সকল এয়ার টিকেট
* ভিসা প্রসেসিং

প্রোপ্রাইটর
হোসাইন আহম্মদ মজুমদার

যোগাযোগ ঃ -
+৮৮ ০১৭৫৫৭০৮০০০

অফিস ঃ-

২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দি সেন্টার
(৫ম তলা)রুম নং#৫/এফ, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

সল্প খরচে নয় বরং সঠিক নিয়মে
হজ্জ করাতে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ

www.aligroupbd.net
E-mail:tanverpack@yahoo.com
waleedagency@yahoo.com
Gift Box
Virgine Paper
Packaging box
Shipping Carton
Shipping Carton
Box
TANVIR PRINTING & PACKAGING IND.
Sister Concerns:
ALi GROUP
MOVE THE WORLD SAFELY
TANVIR PRINTING & PACKAGING IND.
Carton, Poly & Elastic Manufacture
MIAH SONS&
Industries
Waleed
INTERNATIONAL AGENCY
Head Office: House# 47(Level-2) Road # 15, Rabindra Saroni, Sector # 03, Uttara, Dhaka.
Phone: 02-58956407, Cell: +8801866 990720

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত
আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের
মহাসম্মেলন ও সমিতির ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা
আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই

সৈয়দ আব্দুল হাদী জিলু
চেয়ারম্যান
সিড্যা ইউনিয়ন, ডামুড্যা, শরীয়তপুর

MBL Rainbow

মার্কেন্টাইল ব্যাংক
ডিজিটাল ব্যাংকিং

To download MBL Rainbow
Google Play App Store

দ্রুত, নিরাপদ ও সহজে
ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা
আপনার হাতের মুঠোয়

- ঘরে বসেই এনআইডি দিয়ে নিজের ব্যাংক একাউন্ট খোলা
- ব্যাংক হিসাবের বিস্তারিত
- মোবাইল টপ আপ
- ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট (ডেসকো, ওয়াসা ডিপিডিসি, বিটিসিএল ইত্যাদি)
- ই-টিকেটিং (বিমান, বাস, বিনোদন ইত্যাদির টিকিট সংগ্রহ)
- এমবিএল ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট
- বিইএফটিএন এর মাধ্যমে অন্য ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার
- কিউআর কোড এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন
- এমবিএল টু এমবিএল ফান্ড ট্রান্সফার
- ব্রাঞ্চ এবং এটিএম লোকেশন

বাংলার ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি

৯৬২২৫ www.mblbd.com facebook.com/mercantile.bd

উত্তরণ লাখপতি ও মিলিয়নিয়ার সঞ্চয় প্রকল্প

লাখপতি বা মিলিয়নিয়ার হোন ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

- আকর্ষণীয় সুদের হার
- একক ও যৌথভাবে হিসাব খোলার সুবিধা
- বিশেষ নির্দেশনার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাসিক কিস্তি প্রদান
- প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনলাইনে মাসিক কিস্তি জমাদানের সুবিধা
- ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মাসিক কিস্তি জমাদানের সুবিধা
- সঞ্চয়ের বিপরীতে ঋণের সুবিধা

আমাদের অন্যান্য সেবা সমূহ

- অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা
- এসএমএস ব্যাংকিং সুবিধা
- ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা
- ভিসা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড
- ভিসা প্রিপেইড কার্ড

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন
অথবা ভিজিট করুন www.uttarabank-bd.com

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত

সাশ্রয়ী বাহন নৌ-পথে পরিবহন

কম খরচে কন্টেইনার পরিবহনে
পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবহার করুন

CHITTAGONG PORT AUTHORITY
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Govt. Reg.

mohammad salauddin bhuiyan foundation

ESTD. 2009

এমএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ

ভর্তি চলছে

আসন সংখ্যা সীমিত

হাজীগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অব এডুকেশন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত, চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার গঠনে মানসম্পন্ন এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

College : 3924

HICE

চলতি শিক্ষাবর্ষে

- লাইব্রেরী সায়েন্স ১ বছর
- প্রফেশনাল BBA ৪ বছর
- বিপিএড ১ বছর
- বিএড ১ বছর

ক্যাম্পাস : হাজীগঞ্জ (পৌর বাস টার্মিনাল), চাঁদপুর

PHONE

01814385191, 01783703065, 01713039743

MSB Institute of Fashion Design & Technology

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অনার্স কলেজ

MIFT

চলতি শিক্ষাবর্ষে

বি.এস.সি (অনার্স) ইন

- এ্যাপারেল ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী AMT ৪ বছর
- ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী FDT ৪ বছর
- নিটওয়্যার ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী KMT ৪ বছর
- ডিপ্লোমা কোর্স ফ্যাশন এ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং

ক্যাম্পাস : হাকিম প্লাজা, পদুয়ার বাজার, বিশ্বরোড, কুমিল্লা

Phone: 01847074749, 01715 919992

অধ্যক্ষ মোঃ সালাউদ্দিন ভূঁইয়া

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ সাউথ ওয়েস্ট মডেল ইনস্টিটিউট

ইসহাক সড়ক, শংকরপুর, চাঁচড়া, সদর, যশোর।
মোবা: ০১৭১১-৩৮৩৭৬৮, ০১৭১৪-৮৩৬৩৫৯
e-mail: mmzaman790@gmail.com

স্থাপিত: ২০০২
কলেজ কোড: ০৫৫১

কলেজের বৈশিষ্ট্য

- জেলা প্রশাসন, শিক্ষাবিদ ও পেশাগত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্ণিংবডি দ্বারা পরিচালিত
- অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ মোট ১৪ জন পূর্ণকালিন ও ৪ জন খন্ডকালীন শিক্ষক
- যশোর শহরের কেন্দ্রস্থল ইসাহক সড়ক, শংকপুর, যশোরে নিজস্ব ভবনে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠদান শুরু
- ১৫০ সেট ডিডিসি স্কীম সহ লাইব্রেরীতে ৪৫০০- এর অধিক পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে
- বিগত বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রথম শ্রেণীসহ শতভাগ উত্তীর্ণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠদান
- সর্বনিম্ন কোর্স ফি
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্স পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স,
গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও ল্যাব-এর ১৪তম বার্ষিক সভা উপলক্ষ্যে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

স্থাপিত : ১৮৭৩

e-mail: rajshahicollegebd@gmail.com, website: www.rc.gov.bd
online news portal: rcbarta.com, Fax: 02588851511

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১ বছর
মেয়াদী ডিপ্লোমা

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান

চারু ও কারুকলা

আই সি টি

ভর্তি চলছে

ভর্তির যোগ্যতা-
স্নাতক/ফাজিল/সমমান

কলেজ কোড-৬৫১৭০
কলেজ কোড-৩৭৮২

কুমিল্লা প্রফেশনাল কলেজ
ও
ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল এডুকেশন

আহম্মদ নগর,
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

01558769448
01850959875

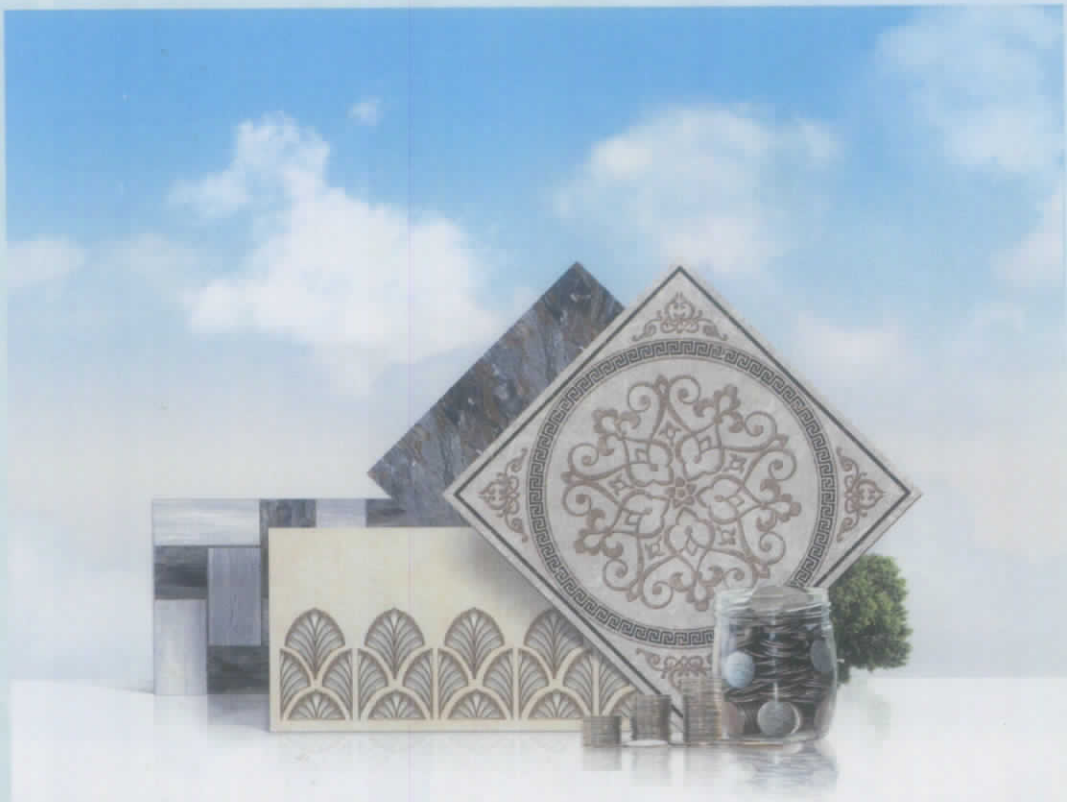

GRAB YOUR BEST

EMI DEAL

Interest with

BRAC BANK

Prime Bank Limited
a bank with a difference

Eastern Bank Ltd.

NRB Bank

Dutch-Bangla Bank Limited

midlandbank

STAR EMI 0% TILES CERAMICS

SERVING YOU
EXCELLENCE

STAR ceramics

www.starceramicsbd.com | @starceramics | star-ceramics-limited | +880 9639 555222

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, ময়মনসিংহ জেলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল অধিভুক্ত (কলেজ কোড : ৫২৩৫)

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, ময়মনসিংহ

(বৃহত্তর ময়মনসিংহে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষার সর্বপ্রথম ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান)

পরিচালিত কোর্স	গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা
কোর্সের মেয়াদ	১ (এক) বছর
সেশন	জুলাই-জুন
ভর্তির যোগ্যতা	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/ সমমান ডিগ্রি পাশ

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ...

* জেলা প্রশাসন, শিক্ষাবিদ ও পেশাগত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত।
* উচ্চ শিক্ষিত, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী।
* ময়মনসিংহ শহরের কেন্দ্রস্থল মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের সুরম্য ভবন ক্যাম্পাস ও ক্লাশ কক্ষ।
* ময়মনসিংহ শহরের ভবিষ্যৎ প্রানকেন্দ্র মাসকান্দা বাইপাশ মোড়ে ময়মনসিংহ নটরডেম কলেজের সন্নিকটে নিজস্ব জমিতে ভবন তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন।
* ডিজিটাল বাংলাদেশের উপযোগী দক্ষ পেশাজীবী ও জনশক্তি সৃষ্টিই আমাদের উদ্দেশ্য।
* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ময়মনসিংহ সরকারী কলেজে নকলমুক্ত পরিবেশে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

১০ মহারাজা রোড, মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
০১৯১৩-৭৪০২৪৪, ০১৭২৫-৪৯১৮০১
ই-মেইল : ilis.mym95@gmail.com.

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

বর্তমান নির্বাচিত ল্যাব কাউন্সিল পরিষদ (২০২১-২৩) কর্তৃক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভার আয়োজনে ইলিস (ILIS) পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা এ আয়োজনের সর্বোপরি সাফল্য কামনা করছি।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি কোড-২৫৭৮

ইনস্টিটিউট ফর লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন স্টাডিজ (ইলিস)

তালাইমারী, রাজশাহী। ফোন নং-০২৫৮-৮৮৬৬৭৮৭

মোবাইল নং-০১৭১৩-৯০৫১৯৭, ০১৭৯৩-৯০২০২০

www.ilisraj.ac.bd facebook/ilisraj Email: ilisrajshahi2578@gmail.com

BANGLADESH TRADE CORPORATION

A PROFESSIONAL TRADING COMPANY

WE ARE OFFERING VARIOUS RANGE OF PAPER & PAPERBOARD FOR PACKAGING & ACCESSORIES INDUSTIRES

- SEMI VIRGIN KRAFT LINER
- FLUTTING PAPER
- WHITE KRAFT PAPER (FOR PAPER BAGS)
- CUP STOCK PAPER
- SELF ADHESIVE PAPER
- OIL PAPER & TISSUE PAPER
- CARBONLESS COPY PAPER
- THERMAL PAPER
- COATED ART PAPER
- COATED ART CARD
- FOLDING BOX BOARD (FBB)
- COATED DUPLEX BOARD WITH GREY & WHITE BACK

CHENMING

APP

博汇 Bohui 博汇纸业 BOHUI PAPER

HI-KOTE HIGH PREMIUM COATED

NEVIA

大陽紙業 SUN PAPER

FUJISAN

FOR ANY QUERRY PLS CONTACT WITH US

PHONE: +8801711662908 ; +8801813609274; +8801673304445
EMAIL: btc.paper@gmail.com

তাম্রলিপি
সৃজনশীল সাহিত্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

TAMRALIPI

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ গ্রন্থমালা

উপদেষ্টা : আনিসুজ্জামান
সম্পাদক : সেলিনা হোসেন
নির্বাহী সম্পাদক : মামুন সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী
মোহাম্মদ বশির আহাম্মদ
এ কে এম জসীমউদ্দীন
মনিরুজ্জামান শাহীন
মোবারক হোসেন

বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা	আহমেদ মাওলা	১৬০.০০
বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন	শাহীন আলম	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর কলকাতা জীবন	তাসনীম আলম	১৬০.০০
বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শান্তা পত্রনবীশ	১৮০.০০
বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন	এস. এ. এম. জিয়াউল ইসলাম	২২৫.০০
বঙ্গবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দী	আজরিন আফরিন	২২৫.০০
বঙ্গবন্ধু ও ভাসানী	মো. আবুল বাশার	২৬০.০০
বঙ্গবন্ধু ও যুক্তফ্রন্ট সরকার	আনোয়ার আহমেদ	২৪০.০০
বঙ্গবন্ধু ও আগরতলা মামলা	সুমী আক্তার	২০০.০০
বঙ্গবন্ধু ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন	মোশারফ হোসেন	২২৫.০০
বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন	রেজিনা বেগম	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ	আহম্মেদ শরীফ	২১০.০০
বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন	দিব্যদ্যুতি সরকার	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	সজীব কুমার বণিক	২০০.০০
বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী	রেহানা পারভীন	১৮০.০০
বঙ্গবন্ধুর সংসার জীবন	মোতাহার হোসেন মাহবুব	২০০.০০
বঙ্গবন্ধু ও ফজিলাতুননেছা	আহসানুল কবীর	২০০.০০
বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেল	রঞ্জনা বিশ্বাস	১৬০.০০
বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ি	জগন্নাথ বড়ুয়া	২৭০.০০
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়	মো. নুর নবী	২১০.০০
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সংবিধান	মো. আনিসুর রহমান	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর শাসনামল	ড. মো. আরিফুর রহমান	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-ভাবনা	মিঠুন সাহা	১৮০.০০
বঙ্গবন্ধুর কর্মদর্শন	মো. আরিফ উদ্দিন খান	২১০.০০

বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি	এস.এম. তানভীর আহমদ	১৮০.০০
বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা	মীর মোশাররফ হোসেন	২০০.০০
বঙ্গবন্ধু ও মুসলিম বিশ্ব	মামুনুর রশীদ	১৬০.০০
বঙ্গবন্ধু ও বহির্বিশ্ব	তানভীর সালেহীন ইমন	২১০.০০
বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ	আবদুল্লাহ আল মোহন	২১০.০০
বঙ্গবন্ধু : মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে তাঁর ভূমিকা	তপন পালিত	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন	মো. ফজলে রাব্বি	১৮০.০০
বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা	মো. জাকির হোসেন	২২৫.০০
বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন	মুনিরা জাহান সুমি	২০০.০০
বঙ্গবন্ধু ও বিশ্ব নেতৃত্ব	সিফাত উদ্দিন	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ	মিথুন ব্যানার্জী	১৮০.০০
বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ভাবনা	আফসানা ইসলাম	১৮০.০০
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী	এ.এস.এম. বোরহান উদ্দীন	২০০.০০
বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্র	সত্যজিৎ রায় মজুমদার	২২৫.০০
সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু	ইমন সালাউদ্দিন	২১০.০০
গানের কবিতায় বঙ্গবন্ধু	তপন বাগচী	১৬০.০০
তৃণমূলে বঙ্গবন্ধু প্রেক্ষাপট দিনাজপুর	আজহারুল আজাদ জুয়েল	১৭০.০০
বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-চেতনা	তানভীর আহমেদ সিডনী	২৮৫.০০
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড	আবদুল বাছির	১৬০.০০
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার	জাকিয়া সুলতানা	২১০.০০
বঙ্গবন্ধুর জীবন : কালপঞ্জি	আয়েশা হক	১৭০.০০
বঙ্গবন্ধু : তরুণ প্রজন্মের চোখে	চৌধুরী শহীদ কাদের	১৮০.০০

একসেট বইয়ের সর্বমোট মূল্য = ৯,১৯০/=

২৮ মার্চ, ২০২১ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক স্কুল ও মাদ্রাসায় I.C.T বিষয়ে I.C.T শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত কোর্স খোলা হয়েছে।

ভর্তি চলছে...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত

ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স

অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স ইন কম্পিউটার টেকনোলজি (I.C.T) বিষয়ে

ভর্তির যোগ্যতা : স্নাতক/ ফাজিল/সমমান পাশ

ভর্তির সময় সঙ্গে আনতে হবে-

ক) সকল সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের ফটোকপি
খ) ৪ কপি (রঙ্গিন) ছবি গ) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি

ড. এম. মিজানুর রহমান প্রফেশনাল কলেজ

EIIN: 137806

৩, মেইন রোড (বেড়িবাঁধ), আদাবর-মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৯১৪৩৮৩৪, ০১৮৪১ ০২০২৬৬,
০১৬১১ ০২০২৬৬, ০১৯৭১ ০২০২৬৬,
E-mail : drmmrpc@gmail.com, Web: www.drmmrpc.edu.bd

প্রতিষ্ঠান কোড
৫০৬৯৯

বিঃ দ্রঃ কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণপূর্বক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত)

কলেজ কোড-১১৪২

E-mail: mhbb.alam@gmail.com, madhusbmc@yahoo.com

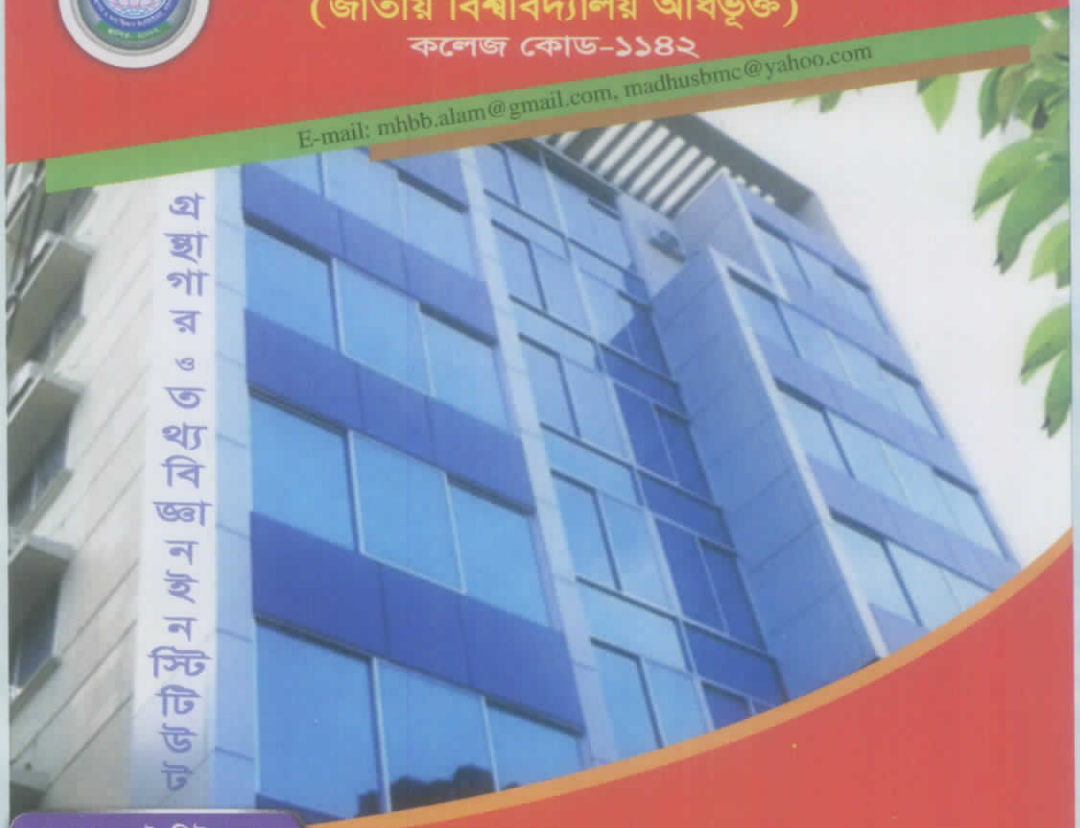

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ-

১। মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টরের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার পূর্বক যুগোপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি।
২। নিজস্ব জমিতে সর্বাধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এবং সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চারতলা বিশিষ্ট ভবন।
৩। ইন্টারনেট সংযোগযুক্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার সম্বলিত আধুনিক মানের কম্পিউটার ল্যাব।
৪। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রেণি বিষয়ক পাঠদান ব্যবস্থা।
৫। প্রসস্ত ও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষা কক্ষ এবং শব্দনিয়ন্ত্রন প্রযুক্তিনির্ভর সু-বিশাল মিলনায়তন।
৬। দক্ষিন বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ স্যারের সমন্বয় একটি শক্তিশালী গভর্নিংবডি।
৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান/তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ একঝাঁক তরুন ও মেধাবী শিক্ষক।
৮। বিস্তৃত পরিসরে পাঠপযোগী পরিবেশ সম্বলিত গ্রন্থাগার; যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিভিসি, খ্যাতনামা লেখকদের পেশাগত পুস্তক, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও সমসাময়িক গ্রন্থের ব্যাপক সমাহার।
৯। নিয়মিত ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষার সু-ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক ক্লাসে মানসম্মত লেকচারশীট প্রদান।
১০। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ক্লাসের সু-ব্যবস্থা।
১১। দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা যথাসময়ে ব্যবহারিক ক্লাসের সু-ব্যবস্থা।
১২। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ ছাড়।
১৩। রাজনীতিমুক্ত শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।

shiplu

WORLD'S BEST YARN

Shiplu Textile And Spinning Mills (Pvt) Ltd.

Factory: Kotwalirchar, Madhabdi, Narsingdi.
Head Office: Mahamud Vila, House # 285, Road # 4 DOHS, Baridara, Dhaka-1206

INFO@SHIPLUSPINNING.COM
WWW.SHIPLUSPINNING.COM

Google Classroom

Google Workspace for Education Teaching and Learning

$ 48 USD Per Year

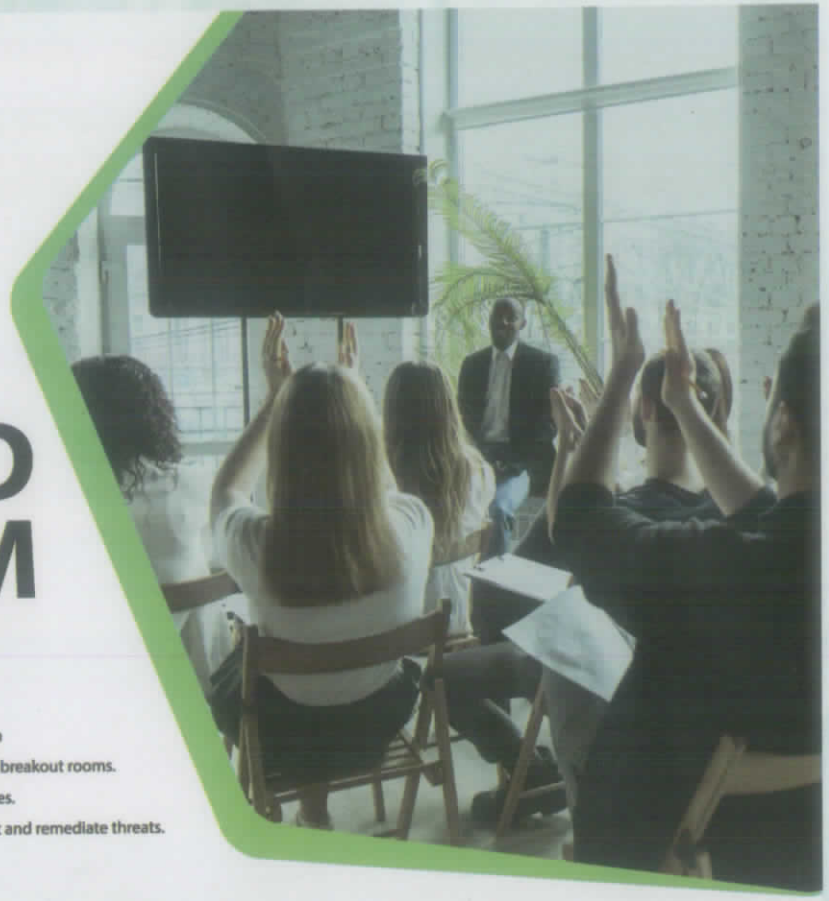

DIGITALIZED CLASSROOM

BENEFITS

- Meetings with up to 250
- 100TB of storage shared across the institution
- Premium engagement features - Q&As, polls, breakout rooms.
- Unlimited originality reports and peer matches.
- Security Center to proactively prevent, detect and remediate threats.
- Advanced device and app management.

Authorised Provider

Call for details
01704117232

SMART

Southeast Tijarah™ Islamic Banking

Tijarah Islamic Banking solutions are available at Southeast Bank branches to satisfy your everyday Islamic Banking Needs.

- **Al-Wadiah Current** Deposit Account
- **Mudaraba Savings** Deposit Account
- **Mudaraba Short Notice** Deposit Account
- **Mudaraba Term** Deposit Account
- **Mudaraba Mohor** Savings Scheme
- **Mudaraba Zakat** Savings Account
- **Mudaraba Cash Waqf** Scheme
- **Mudaraba Hajj** Savings Scheme

SB 16206
CALL FROM OVERSEAS
+88 09 6123 16206

Southeast Bank Limited™
a bank with vision

*Conditions apply

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (আইএলআইএস)

ঢাকা (ইনস্টিটিউট কোড-৬৫৬০)

আধুনিক লাইব্রেরি

কম্পিউটার ল্যাব

পরিচালিত কোর্স	:	**গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা**
কোর্সের মেয়াদ	:	১ (এক) বছর
সেশন	:	জুলাই-জুন
ভর্তির যোগ্যতা	:	৬ পয়েন্টসহ যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (পাস)

আমাদের বৈশিষ্টসমূহ:

- নিয়মিত শিক্ষকমন্ডলী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের পিএইচডি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত;
- নিয়মিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস, শ্রেণি পরীক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রীত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে শিক্ষাদান;
- অনলাইনে ক্লাসের সুবিধা;
- আধুনিক লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা;
- ছাত্রীদের জন্য আলাদা কমনরুম ও সুপরিসর নামাজের স্থানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ সুবিধা;
- ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরার আওতাধীন ক্যাম্পাস ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
- শিক্ষা শেষে কাজের ক্ষেত্রে ও নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

যোগাযোগের ঠিকানা

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (আইএলআইএস)

৬১৩, রোকেয়া স্মরণী (কাজীপাড়া ৭নং মেট্রোরেল স্টেশনের পাশে), কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৭১২-৭৭৪৪৫২, ০১৭১৬-৭৯৬৬৩৪

ইমেইল : **ilis.bd1976@gmail.com**

web: www.lab.org.bd

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্সের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান